মাহফুজামঙ্গল

Mozid Mahmud
the official website

Mozid Mahmud

the official website

মাহফুজামঙ্গল

মজিদ মাহমুদ

Mozid Mahmud
the official website

আশ্রম

মাহফুজামঙ্গল
মজিদ মাহমুদ

একবিংশতিতম সংস্করণ
তিনযুগ পূর্তি প্রকাশ জুন ২০২৪
প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯

গ্রন্থস্বত্ব
© লেখক
প্রকাশক: আশ্রম

সমন্বয়ক: মো. সাজেদুল ইসলাম
বৌটুবানী, ৩১/৩/এ, বড়বাগ, মিরপুর ২, ঢাকা
সেলফোন : ০১৭৮০৯৪১৯৫৭, ০১৮৭৭৭৪১৮৭১
মেইল: asrombd1989@gmail.com

Mozid Mahmud
the official website

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর
মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র

পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ, প্রথমা, বাতিঘর, প্রকৃতি, রকমারি.কম

Mahfuza Mangal by Mozid Mahmud
Published by Asrom, 31/3/A, Borobag, Mirpur-2, Dhaka
Phone : 01780941957, 01877741871
Price: BD 200.00
ISBN: 978-984-35-6601-0

অনলাইনে বই অর্ডার করতে
www.rokomari.com

অপ্রাসঙ্গিকী

কোনো কবির পক্ষে এক জীবনে একটি কাব্যগ্রন্থের তিনযুগ পালন- বিরলই বটে। তারুণ্যে আমার প্রিয় কবি- সুকান্ত শেলী কীটস বায়রন- যারা স্বল্পায়ু ছিলেন, ভাবতাম তাদের মতো মরে যাবো একদিন তিরিশের কোটায়; ভাগ্যিস ততোদিনে 'মাহফুজামঙ্গল' বের হয়ে গেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়- তাতে মন্দ হতো না- ছত্রিশ বছর ধরে একটি কবিতার বই পাঠক এখনো মজা করে পড়ছেন। হোরেসের কথায়- নয় বছর পরেও যদি একটি কাব্যগ্রন্থ আবেদন ধরে রাখতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতের পাঠকের দুয়ারে কড়া নাড়বে। ১৯৮৯ সালে প্রথম প্রকাশের পরে পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহল আরো বেড়েছে। যে কালে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিত বহুলাংশে পাল্টে গেছে। নতুন পাঠক এসেছে, কবি নিজেও নূতন নূতন কাব্যগ্রন্থ রচনা করে চলেছে। 'বল উপাখ্যান', 'আপেল কহিনি', 'ধাত্রী ক্লিনিকের জন্ম'সহ প্রায় দুই ডজন কাব্যগ্রন্থ, অসংখ্য প্রবন্ধ ও গবেষণাগ্রন্থ, অপ্রতুল কথাসাহিত্য- দেশের বাইরেও কিঞ্চিৎ আদৃত। কিন্তু 'মাহফুজামঙ্গল' এর আবেদন কমছে না, বরং কবির অপরাপর সৃষ্টিকর্ম ধীর পাঠকের কাছে বাধার প্রাচীর তুলেছে। এটাই কি তবে- সৃষ্টির কাছে স্রষ্টার পরাজয়। অবশ্য সময়ের সঙ্গে 'মাহফুজামঙ্গল' এর শরীরে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে, ১৯৮৯ এর পরে ২০০৩, ২০১৪ এবং চলতি সংস্করণে কিছু নূতন কবিতা যুক্ত হয়েছে। বর্তমান সংস্করণের আগে এটি বিভিন্ন প্রকাশনীসংস্থা আরো একুশবার প্রকাশ করেছে। 'মাহফুজামঙ্গল' একটি সময়ের কবিতা নয়, পুরো জীবনের সঙ্গী।

মজিদ মাহমুদ
ঢাকা, ২০২৪

সূ চি প ত্র

কুরশিনামা ৯
দেবী ১০
এবাদত ১১
দাসের জীবন ১২
খবর ১৩
মাতাল ডোম ১৪
এন্টার্কটিকা ১৫
তোমার অহংকার ১৬
তোমাকে জানলেই ১৭
ফেরে না মানুষ ১৮
শুভদিন ১৯
যা ছিল সব নিয়ে গেলি ২০
কেমন আছেন ২১
কেন তুমি দুঃখ দিলে ২২
তোমারই মানুষ ২৩
রিনিঝিনি ২৪
মাহফুজামঙ্গল ২৫
দাক্ষিণ্যে ৩২
একদিন আসবে দিন ৩৩
মাহফুজা ৩৪
হারানো গল্প ৩৬
নদী ৩৭
ফিরে যাচ্ছি ৩৮
গল্প ৩৯
ক্রীতদাসী ৪০

৪১ নিঃসঙ্গতার পুত্র
৪২ বিষকাঁটা
৪৩ হেয়ারলিপস
৪৪ পুরস্কার
৪৫ পয়দায়েশ
৪৬ ডালিমকুমার
৪৭ একমুঠো বীজ
৪৮ নাম
৪৯ মাছের পোনা
৫০ সংগীতের ভেতর
৫১ বিদগ্ধ মাধব
৫২ কঙ্কালের শিস
৫৩ দুধের নহর
৫৪ নিরুদ্দেশযান
৫৫ পেছনের পা
৫৬ আদ্যাক্ষর
৫৭ ফিরিয়ে নাও
৫৮ একক মুদ্রা
৫৯ একটি হাত
৬০ জুমচাষ
৬১ প্রোলিতারিয়েত ওম
৬২ ইচ্ছার সন্তান
৬৩ অস্তিত্ব
৬৪ নিদারুণ
৬৫ বর্ম ও শিরস্ত্রাণ

Mazid Mahmud
the official website

কারখানা ৬৬
যূপকাঠ ৬৭
আশ্রয় ৬৮
বহুগামী ৬৯
রচনা ৭০
তারা আমাকে মারবে ৭১
পতনের মতো ৭২
মাহফুজাং শরণাং গচ্ছামি ৭৩
পথ ছিল কম ৭৪
চারপাশ ৭৫
শুভসন্ধ্যা ৭৬
সঙ্গে থাকবে ৭৭
আড়িপাতা ৭৮
শীত ৭৯
ভয় ৮০
সম্পর্ক ৮১
সেকেলে নাম ৮২
মন্দির ৮৩
উল্টোরথ ৮৪
শূন্যতা ৮৫
শব্দ ৮৬
রাজা ৮৭
কেয়ামত ৮৮
৮৯ স্বপ্নের ভেতর
৯০ ভালোবাসার দ্বিধা
৯১ নিস্তব্ধ
৯২ দ্বিধা
৯৩ বিপরীত কাঙ্ক্ষা
৯৪ স্বেচ্ছাচারী
৯৫ অবাস্তব-বাস্তবতা
৯৬ প্রেমের কবিতা
৯৭ নিকোটিন
৯৮ একতারা
৯৯ কৃপণ
১০০ গোলাপ
১০১ আনন্দ-ঈশ্বর
১০২ ঘুমে না জাগরণে
১০৩ বিটপীর নিচে
১০৪ আততায়ী
১০৫ যুদ্ধমঙ্গল ১
১০৬ যুদ্ধমঙ্গল ২
১০৭ যুদ্ধমঙ্গল ৩
১০৮ যুদ্ধমঙ্গল ৪
১০৯ যুদ্ধমঙ্গল ৫
১১০ গেরিলা যুদ্ধ
১১১ সন্ধি

Mozid Mahmud
the official website

Mozid Mahmud

the official website

কুরশিনামা

ঈশ্বরকে ডাক দিলে মাহফুজা সামনে এসে দাঁড়ায়
আমি প্রার্থনার জন্য যতবার হাত তুলি সন্ধ্যা বা সকালে
সেই নারী এসে আমার হৃদয়-মন তোলপাড় করে যায়
তখন আমার রুকু
আমার সেজদা
জায়নামাজ চেনে না
সাষ্টাঙ্গে আভূমি লুণ্ঠিত হই
এ মাটিতে উদ্‌গম আমার শরীর
এভাবে প্রতিটি শরীর বিরহজনিত প্রার্থনায়
তার স্রষ্টার কাছে অবনত হয়
তার নারীর কাছে অবনত হয়
আমি এখন রাধার কাহিনি জানি
সুরা আর সাকির অর্থ করেছি আবিষ্কার
নারী পৃথিবীর কেউ নও তুমি
তোমাকে পারে না ছুঁতে
আমাদের মধ্যবিত্ত ক্লেদাক্ত জীবন
মাটির পৃথিবী ছেড়ে সাত তবক আসমান ছুঁয়েছে
তোমার কুরশি
তোমার মহিমার প্রশংসা গেয়ে
কী করে তুষ্ট করতে পারে এই নাদান প্রেমিক
তবু তোমার নাম অঙ্কিত করেছি আমার তসবির দানায়
তোমার স্মরণে লিখেছি নব্য আয়াত
আমি এখন ঘুমে-জাগরণে জপি শুধু তোমার নাম।

Mosta Mahmud
website

দেবী

এই তো সেদিন ভূমিষ্ঠ হলো
তোমার ইঞ্চি তেরো নারীর শরীর
সেদিন পারোনি ঢাকতে নিজেরই অসহায় নগ্নতা
আমার মমত্ব তোমাকে করেছে মহান
দক্ষিণ তর্জনী ধরে শিখিয়েছি হাঁটা
সেদিন কে জানত বলো তোমার এমন সাহস
এতটুকু শরীর এমন শক্তির আধার
এরচে বেশি নয় ইংল্যান্ডের রানির ক্ষমতা
এখন আমার মনে হয় মাহফুজা- তুমি তো দেবী
আর আমরা তোমারই গোলাম
তাই নিজ হাতে তোমার মূর্তি গড়েছে আমার ভাস্কর
অর্ঘ্যের যোগ্য করে গেঁথেছে মালা তোমার পূজারী
অথচ দুর্মুখরা বলে কী জানো
আমার চোখের সামনে তুমি নাকি উঠেছ বেড়ে
আমি নাকি দেখেছি তোমার নগ্নতা
আমার চেয়ে তুমি নাকি দেড় কুড়ি বছরের ছোটো
এর পরও তোমাকে ভাবতে পারি কী করে এমন
তোমার কি জানা আছে মাহফুজা
এইসব মূর্খের জবাব
যারা তোমাকে খণ্ডিত করেছে এমন
তুমি তো পাঁচ হাজার বছর আগের মাহফুজা
তুমি তো পাঁচ লাখ বছর আগের মাহফুজা
তুমি তো সৃষ্টির প্রথম মাহফুজা
পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হোক তোমার শাসন।

Mozid Mahmud
the official website

এবাদত

মাহফুজা, তোমার শরীর আমার তসবির দানা
আমি নেড়েচেড়ে দেখি আর আমার এবাদত হয়ে যায়
তুমি ছাড়া আর কোনো প্রার্থনায়
আমার শরীর এমন একাগ্রতায় হয় না নত
তোমার আগুনে আমি নিঃশেষ হই
যাতে তুমি হও সুখী
তোমার সান্নিধ্যে এলে জেগে ওঠে প্রবল ঈশ্বর
তুমি তখন ঢাল হয়ে তাঁর তির্যক রোশনি ঠেকাও
তোমার ছোঁয়া পেলে আমার আজাব কমে আসে সত্তর গুণ
আমি রোজ মকশো করি তোমার নামের বিশুদ্ধ বানান
কোথায় পড়েছে জানি তাসদিদ জজম
আমার বিগলিত তেলাওয়াত শোনে ইনসান
তোমার নামে কোরবানি আমার সন্তান
যূপকাঠে মাথা রেখে কাঁপবে না নব্য ইসমাইল
মাহফুজা, তোমার শরীর আমার তসবির দানা
আমি নেড়েচেড়ে দেখি আর আমার এবাদত হয়ে যায়।

Mozid Mahmud
the official website

দাসের জীবন

তোমাকে দেখে আমার তৃপ্তি আসে না মাহফুজা
তোমাকে ছুঁয়ে আমার তৃপ্তি আসে না
আবার তোমাকে না দেখলে না ছুঁলে আমি এক
অন্ধকার অসীম শূন্যতায় নিমজ্জিত হই
তোমাকে আমার দহনে নিয়ে আসি
তোমাকে নিয়ে আসি পরম শীতলতায়
আমার দহনে গলে পড়ে তোমার মোম
আমার শীতলতায় থেমে যায় তোমার বাতাস
তবু মনে হয় এক সুচতুর কৌশলে
তোমার চার পাশ গড়েছ প্রতিরোধ-প্রাচীর
তুমি অক্ষত অমীমাংসিত থেকে যাও শেষে
তখন আমার গগনবিদারী হাহাকার
অতৃপ্তিবোধ
আরো হিংস্র আরো আরণ্যক হয়ে
ক্রুদ্ধ আক্রোশে তোমাকে বিদীর্ণ করে
তোমাকে ছিন্নভিন্ন করে
তুমি ছিন্নভিন্ন হয়ে
তুমি ক্ষয়িত ব্যথিত হয়ে
আবার ফিরে আসো অখণ্ড তোমাতে
আমার বিপক্ষে অভিযোগ থাকে না তোমার
কারণ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পারে না যেতে
আমাদের দাসের জীবন।

Mizan Mahmud
the official website

খবর

তোমার জন্য এক সাংঘাতিক খবর আছে মাহফুজা
গতকাল আমাদের গ্রাম থেকে এসেছিল এক অদ্ভুত কৃষক
এবার বন্যায় ভেসেছে যার হালের বলদ
সারা দিন নিরন্ন থেকেও চাখেনি আমার ডাইনিংয়ে খাবার
দরোজায় পাটি পেড়ে কেবল তোমার প্রতীক্ষায় বসে ছিল
কেবল তোমার প্রতীক্ষায়

কী যেন এক আরজি নিয়ে এসেছিল
শুধু তোমাকেই বলা যায় শুধু তোমাকেই
তুমি তো প্রত্যহ আমার দরোজায় কড়া নাড়ো
অথচ তোমাকে চিনি না আমি
তোমার অপার্থিব জ্যোতি
ছাপ্পান্ন হাজার মাইলের সীমানা ছেড়ে গেছে
তুমি না গেলে
আবাদ রহিত হবে বেরুবাড়ির সেই কৃষকের

আমি তো দেখি তোমার সবুজ স্তন-আগুনের খেত
অসম্ভব কারুকাজে বেড়ে ওঠা তাজমহলের খুঁটি
তোমার চুলের অরণ্যে পাই না কল্যাণের ঘ্রাণ

এমন অযোগ্য কবিকে তুমি ক্ষমা করো মাহফুজা
যে কেবল খুঁজেছে তোমার নরম মাংস
তবু তোমার স্নেহ আমাকে ঘিরেছে এমন
এই অপরাধে কখনো করোনি সান্নিধ্য ত্যাগ।

Shahid Mahmud
the official website

মাতাল ডোম

আজ মধ্যরাতে তোমাকে যেতে হবে
ন্যান্সি রিগানের শয়নকক্ষে
যেখানে লেখা আছে তৃতীয় বিশ্বের বাঁচবার হিসাব
পারো যদি সেখান থেকেই দেখে নিও
ক্রেমলিনের রুদ্ধ কপাট
ন্যান্সি তার বিছানায় আছে কি না
রাইসা তার বিছানায় আছে কি না
যখন দুই মাতাল পুরুষ মেতেছে পৃথিবীর বণ্টনে
তখন তোমার আত্মা বলো কার অঙ্কশায়িনী

তুমি ছাড়া এই গুরুত্বপূর্ণ হিসাব কেউ পারবে না আনতে
তুমিই ফাঁকি দিতে পারো সিআইএ কেজিবির চোখ
তোমার অদৃশ্য শরীর যদি ছুঁতে পারে
রাইসার ঘুম
ন্যান্সির ঘুম
সহসা দেখবে তারা শ্মশানের মাটি
চিতার ওপর শুয়ে আছে দুই অসহায় রমণী
ফটক-দ্বারে বসে আছে মারিজুয়ানাসেবী
দুই মাতাল ডোম।

Mahfuj Mahmud
the official website

এন্টার্কটিকা

মাহফুজা, তোমার এন্টার্কটিকা
মানুষের সন্তানেরা পারে না ছুঁতে
কেবল সূর্যের সঙ্গমে তোমার লবণাক্ত ঘাম
বাহিত হয় আমাদের গ্রীষ্মের দেশে

তোমার বরফসুষমা চিবুক
হিমানির দেহ
অসম্ভব বিশ্বাসে নগ্ন হয়ে আছে তুষার-স্তন
আমার বড়ো হিংসে হয় মাহফুজা
তোমার ওই বিশাল দেহে হেঁটে বেড়ায় পেঙ্গুইন
দংশিত ক্ষতে পচে ওঠে আমাদের বহু ব্যবহৃত শরীর
তোমার স্পর্শে অমর হয় মানুষের মাটি
তুমি যদি বলতে পারো মাহফুজা
আমরাও তোমাদের কেউ
তোমার সত্তার কসম
আর তবে ধরব না বেশ্যার হাত
অন্যথায় তোমার জমাটবদ্ধ নুন গলে
আমাকে ডোবায় যেন অতলান্ত সাগর।

Mosiur Mahmud
Official website

তোমার অহংকার

মাহফুজা, তোমার কারণে যদি ধসে যায় ট্রয়
মরে যায় গ্রিকের সভ্য মানুষ
তাহলে দায়ী কে–তুমি না মানুষ
তোমাকে রাখতে হবে স্রষ্টার গরব
তাতে যদি দেখতে হয় খাণ্ডবদাহন
অহর্নিশি ভস্ম হয় রোমের নগর
রক্তের প্লাবন বয়
ক্লিওপেট্রার নীল আর দানিয়ুব সাগর
তুমিও সগর্বে প্রচার করো ঈশ্বরের মতো
তোমার অবাধ্যতায় কত জনপদ হয়েছে খতম

মানুষের কষ্ট দেখে তোমার কাঁপবে না বুক
মানুষের সুখ দেখে তোমার জাগবে না রোমাঞ্চ
কেবল তোমার অহংকার
নিষ্পলক চেয়ে রবে ভবিষ্যের দিকে।

Mozid Mahmud
official website

তোমাকে জানলেই

রবীন্দ্রনাথকেও তুমি দাওনি ধরা
কাজীদা অভিমানে তোমার বিপরীত
ফিরিয়েছে গাল
আবার কেন ধরেছ অনুজের পাছ
তুমি ছাড়া নেই আমার কবিতার বিষয়
যেমন ছিল না কীটসের
বোদলেয়ার-নেরুদাও খুঁজেছে তোমাকে
আমিও যেন না জানি তোমার অনাবিষ্কৃত বিষয়
তোমাকে জানলে মানুষের নষ্ট হবে আহারে রুচি
করবে না আবাদ বন্ধ্যা জমিন
নিজেরাই পরস্পর মেতে রবে ভ্রূণ-হত্যায়
তোমাকে জানলেই কিয়ামত হবে
মানুষের পাপ ছুঁয়ে যাবে হাশরের দিন
তুমি যেন আমার ’পরে হয়ো না সদয়
আদরে রেখো না ললাটে হাত
অনাকাঙ্ক্ষিত তিক্ততায় ছুড়ে দাও নাগালের ওপার।

Mazid Mahmud
the official website

ফেরে না মানুষ

যে যায় তোমার কাছে ফেরে না আর
ফেরে যে সে অন্য জন-
কেবল ফেরার কথা দিয়ে আশ্বাসে চলে যায় সুদূর
প্রতীক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রহর গুনে কেটে যায় দিন
আমার বসন্ত আসে নদীও রূপবতী হয়
প্রতি রোজ কর্মব্যস্ত ফিরে আসে সমুদ্রের জোয়ার

ও বরুণ- বর্ষার জীমূতেন্দ্র
তোমার বাহন জানি সদাশয় পবন
যক্ষের মনোবেদনা বিরহী সময় আর সব সমাচার নিয়ে
গিয়েছিলে শিপ্রা নদীকূলে উজ্জয়িনীপুরে
মালবিকার সমস্ত সংবাদ সমবেদনায় করেছ বহন
অথচ আমার অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় মৎস্য করেছে আহার
আসলে তোমার কাছে যে যায় ফেরে না সে
ফেরে যে সে অন্যজন
তোমার দেহের লোধ্ররেণু হাতের নীলপদ্ম
মাথার কুরুবক– এইসব সম্পদ নিয়ে
অহংকারে উদ্বেলিত ঐশ্বর্যবান পুরুষ তখন
তোমার অবহেলায় রিক্ত স্পর্শের চিহ্নরহিত
বেদিল দীনের কেউ রাখে না খবর।

Majid Mahmud
Official website

শুভদিন

মিলনের শুভদিন কোনোদিন আসবে না আমাদের
অপেক্ষায় কেটে যাবে আহ্নিক গতি
বছর বছর যাবে নতুনের সমাগমে
অবনত রয়ে যাব সনাতন বিষয়ের কাছে
আমার বয়স যদি বেড়ে যায় একশ বছর
সত্তর হাজার কিংবা অনন্তকাল
তুমি তত দূরাস্ত রয়ে যাবে আমার কাছে
তোমার গতি সমদূরবর্তী সমান্তরাল লাইনের মতো
আমাদের গমনের সহযাত্রী অসংখ্য নদী
কাশবন অড়হর খেত
পদ্মার কৃষক আর মেঘনার ধীবর
প্রতিরোজ বলে দেয় আমাদের
গাঙুরের জলে ভেসে চলে বেহুলার ভাসান
মলুয়ার মদিনার দুঃখের কাসুন্দি ঘেঁটে মনসুর বয়াতি
আমাদের বিরহের ধৈর্যের কাহিনি শোনায়।

Mazid Mahmud
the official website

যা ছিল সব নিয়ে গেলি

মাহফুজা, তোর বাড়ির সামনে উঠেছে এক নতুন বাড়ি মনিকা-প্রাসাদ
প্রাসাদের সিংহদ্বার ঢেকেছে তোর ঘরের অলিন্দ বাতায়নের গরাদ
তোর স্থলে এসেছে এক নতুন রমণী
তোর মতো সে হিংসুটে নয় কৃপণ নয়
তুই তো আমায় দিয়েছিলি দিনের একটিমাত্র সময়
অপরাহ্নের সঠিক সময় না গেলে তোর মান ভাঙাতে
পুরো দুটো দিন যেত যে
কিন্তু সেই রমণী
তোর স্থলে এসেছে যে
সকাল-সন্ধ্যা চিলেকোঠায় বসে থাকে আমার জন্যে সবার জন্যে
আর তোর পান-লতিকার পাতাবাহার
টবের গণ্ডিবদ্ধ মাটি ছেড়ে
তোর বদলে গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে
তোর হাসনাহেনার গন্ধ শুঁকে
থমকে দাঁড়ায় তোর অলকের সুবাস নিতে
তুই তো ছিলি কলেজ-পাড়ার মুখর মেয়ে
তোর বাবার নলের মুখে
সবাই জানত আমলাপাড়ায় বিয়ে হবে
তবু কেন এ পুঁচকে ছেলের পাছ লেগে তুই
যা ছিল সব নিয়ে গেলি– বিত্তবেসাতহীন ছেলেটার।

Mozid Mahmud
Official website

কেমন আছেন

অবশেষে তুমি আর এলে না
সাড়ে চার ঘণ্টা বিলম্ব করে চলে গেল রাত্রির ট্রেন
তিন কুড়ি বছর পর কেমন আছেন?

সে আমার প্রেম তারে রাখিয়া এলেম
ইস্টিশনের ঠান্ডা মেঝের ওপর
প্রথম যৌবন ব্যর্থতার পর
যুবকের মৃত্যুর পর
প্রজন্মের হাতে দিলাম হাত
নির্ঘাত
পৃথিবীর সমস্ত জল ভিজিয়ে দেয় তোমার জমিন
কী করে কেটে যায় আমাদের দিন
তুমি তার রাখো না খোঁজ
প্রতিরোজ
আমরা ঝরে যাই এমন
আমাদের হৃদয়-মন
উৎসর্গিত হোক তোমার নামে
আমাদের হাতে দিন গন্ধম
মৃত্যুর চিঠি দিন রঙিন খামে
তবু যদি শোধ হয় জন্মের দেনা
আমার হৃদয় প্রেম-ভালোবাসা রাখিবে না
অবশেষে তুমি আর এলে না
সাড়ে চার ঘণ্টা বিলম্ব করে চলে গেল রাত্রির ট্রেন
তিন কুড়ি বছর পর কেমন থাকেন।

কেন তুমি দুঃখ দিলে

Mosid Mahmud
e official website

কেন তুমি দুঃখ দিলে

কেন তুমি দুঃখ দিলে মাহফুজা
কেন তুমি দুঃখ দিলে
আমি তো এখনো ধরে আছি
তোমার বিশ্বাসের হাত
কোথায় লুকাব বলো গান্ধব-কুসুম
নিন্দুকেরা সারাক্ষণ ধরে আছে পাছ
যাদের নাসিকা খবর রাখে নারীর পচনশীল মাংস

তুমি চলে যাবে
তুমি চলে যাও মাহফুজা
কাঙালের মতো আর বাড়াব না হাত
শুধু সাথে করে নিও না যদি
কোনোকালে অজান্তে করে থাকি পাপ

Mazid Mahmud
the official website

তুমি যেখানেই থাকো, সুখে থেকো বেশ
কোনোকালে শুনবে না আমার নালিশ
আমার দুঃখ আরো বেড়ে যাক
তোমার সুখের কারণ।

তোমারই মানুষ

আমার তো একটাই জায়গা ছিল
পৃথিবীতে একটাই জায়গা ছিল আমার
তা-ও তুমি কেড়ে নিলে মাহফুজা
তা-ও তুমি কেড়ে নিলে
তোমার কারণে পারব না যেতে তোমার সমুখ

তোমার তো সব ছিল মাহফুজা
তোমার এক্সপেনসিভ পানের জন্য
জমা আছে পেট্রো ডলার
তোমার আছে বেগিন ব্রেজনেভ রিগান
ইজরাইল রান্না
নোবেল শান্তির অ্যাওয়ার্ড
তুমি ছাড়া কী ছিল আমার
কী আছে আমার

Masud Mahmud
official website

তুমি দুঃখ দিলে দাও
তুমি বিরহ দিলে দাও
এতে আমার কিছুই থাকবে না বলার
আমি তো তোমারই মানুষ।

রিনিঝিনি

তোমার পায়ের কাছে নিয়ে যাব ঘুঙুর আমি
তোমার কেশপাশ খুলে বেঁধে দেব ফুলের বিনুনি
ও দেহের বসন খুলে নেমে এসো অন্তর্যামী
মনের মণিকোঠায় সুর তোল রিনিঝিনি

সবটুকু সময় ভেসে যাক তোমার নিপুণ নৃত্যের প্রপাতে
সবটুকু সময় দেখুক তোমার উরুর উত্থান
পুনরায় মিশে যাব তোমার ধমনিতে
যদিও পৃথিবীর কারুকাজ হয় অবসান

তোমার সামাজিক বিধিনিষেধ আমি মানিনি
এ বুকের মাঝে রেখো অস্পর্শ হৃদয়খানি।

Mozid Mahmud
the official website

মাহফুজামঙ্গল

এক.

এককুড়ি বছর আগের মাটি আমায় করেছে ধারণ
একাত্তরে হানাদার অগ্নি তার রাখেনি অস্তিত্ব এখন
ছাপ্পান্ন হাজার মাইলের সীমাবদ্ধতায় কেটে যায় দিন
স্বৈরাচার ধরে আছে কান, জাগে না আমার মরহুম।
ধনীনন্দন প্রপিতামহ মনসা-পালার চাঁদ সদাগর
সতেরবার প্রমত্ত পদ্মা ভেঙেছে ভিটা এখন নির্ঘর
আর আমি নামগোত্রহীন ভবঘুরে অনিকেত যুবক
ক্ষুধা অজন্মার ভয়ে মানুষের অনুগ্রহ করেছি ধার।

কীভাবে মুক্তি পাব এই আমি ক্লেদাক্ত জীবনের ঘ্রাণ
আজ রাতে সৌম্যমান কান্তিমান বৃদ্ধ বলে গেল এসে
তোমরা কি জ্ঞাত বসুধায় জীবন্ত লোক কীভাবে আসে
সেই ইতিহাসে লেখা আছে আমার মুক্তির ঠিক কারণ।

ঘুমের মধ্যেই মাহফুজা তুলে নিল হাত- বলে, এখানে
এই বুকে আর মধ্যভাগে বেদনায় লেখা স্বপ্নের মানে।

Mozid Mahmud
The Official Website

দুই

পৌষের ঠান্ডা মেঝেতে জমে আছে আমার বরফ
স্পন্দন থেমে আসে মাঘের অ্যাবসলুট হিমাঙ্কে
ফাল্গুনে আমার গলিত তুষার-অর্ঘ্য দেব যাকে
সে তো আসেনি আজও কেবল চৈত্রের বৈষ্ণবী টোপ
আমার যৌবন বিরহ করে নিয়ে গেল বৈশাখে
প্রাণসখী, আমি আজ জ্যৈষ্ঠের খরাদগ্ধ প্রান্তর
আমার অশ্রুতে ভিজেছে আষাঢ় সমস্ত প্রহর
দুঃখ দুঃসহ ভার চাপাব কেন শাওনের কাঁখে
ভাদ্রও কেটে গেল শেষে তোমার ব্যর্থ প্রতীক্ষায়
আশ্বিন শিশিরসিক্ত করে আজ চলে গেল শেষে
কার্তিকে হয়েছি পাথর বেরিয়েছি বৈরাগী বেশে
অগ্রহায়ণ কী করে কেটেছে বধূ আমার জানা নাই।
তোমার বিহনে বলো কী করে রাখি জীবন-দেহ
মাহফুজা, তুমি এলে না তাই জানল না কেহ।

Mahfuz Mahmud
Official Website

তিন

মাহফুজা, আমার বিপরীতে ফেরায়ো না মুখ
যেন কোনো দিন বঞ্চিত না হই তোমার রহম
সারাক্ষণ আমাকে ঘিরে থাকে যেন তোমার ক্ষমা
তুমি বিমুখ হলে আমাকে নিক সর্বাহারী যম
তাহলেই খুশি হব বেশ তুমি জেনো প্রিয়তমা
তুমি নারাজ হলে বেড়ে যায় আমার অসুখ।
তুমি তো জানো, কী করে করি আজ জীবন ধারণ
আমাদের চারপাশ ছুঁয়েছে বড়ো ক্লেদাক্ত জরা
না হয় মিথ্যার বিরূপ আশ্রয়ে সাজিয়েছি ঘড়া
তবু তোমাকে ভালোবাসতে প্রিয় করো না বারণ
তোমার স্বপ্ন আমার একমাত্র বাঁচার আশ্বাস
যদি কোনোকালে ফেরাও মুখ আমার বিপরীত
তেজস্ক্রিয় হয়ে যাবে পৃথিবীর মাটি ও ঘাস
জীবনের শূন্যস্থান ধরে রবে অসম্ভব শীত।

Mozid Mahmud
the official website

চার

মাহফুজা, তুমি আছ বলেই ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে আমার
তা নাহলে আমি হতাম পৃথিবীর সবচে অকাট নাস্তিক
ঈশ্বর না থাকার যত অকাট্য প্রমাণ, সব সঠিক
সংগ্রহ করে ফ্রয়েডের মতো লিখতাম মানুষের আচার।
তুমি আছ জানলেও আমার শরীর মানত না জানি তাকে
তোমাকে না ছুঁলে আমি হই বন্ধ্যা মহীরুহ আদিম পৃথিবী
ঈশ্বর ও মাহফুজা তোমার কাছে শুধু এতটুকু দাবি
অন্তিম মুহূর্তেও তোমাকে যেন না ভুলি শয়তানের পাঁকে

তুমি আছ এরচে বড়ো প্রমাণ কী হতে পারে ঈশ্বর আছে
মানুষের শিল্প কোনোকালে পারে কি বলো এমন নিখুঁত
প্রকৃতির প্রতিনিধি হয়ে সশরীরে তুমি থাকো রোজ কাছে
আমি শুধু তোমার মাহাত্ম্য গাই প্রভু কী যে আশ্চর্য অদ্ভুত।
আমি এখন সাষ্টাঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হই তোমার অদৃশ্য পদে
মাহফুজা, তোমাকেও রক্ষা করতে পারে যিনি ঝঞ্ঝা-বিপদে।

Mozid Mahmud

পাঁচ

আমাকে সারাক্ষণ ধরে রাখে মাহফুজার মাধ্যাকর্ষণ টান
এছাড়া সংসার-পৃথিবীতে নেই আমার আর কোনো বাঁধন
প্রবল স্রোতের মুখেও আমার মাঝিরা দাঁড় টানে উজান
দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার জানে না মানা মানুষের শাসন।
আমি যেখানেই থাকি না কেন পতিত হই তোমারই বুকে
কোনো শক্তি নেই তোমার অভিকর্ষ টান থেকে বিচ্ছিন্ন করে
আমাকে নিয়ে যেতে পারে তোমার নাগালের বাইরের দিকে
আমাকে সারাক্ষণ থাকতে হয় তোমার সীমানার ভেতরে।

তোমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে গেছি কামরূপ-কামাখ্যার দেশ
সাইবেরিয়া কালাপানি স্বেচ্ছায় নির্বাসন করেছি বরণ
সমাজ-সংসার ছেড়ে কত দিন ঘুরেছি যে সন্ন্যাসীর বেশে
অথচ সবখানেই রেখেছ ধরে আমার অবাধ্য মরণ।
এমন অভিকর্ষের কথা নিউটন শোনেননি কোনোদিন
আমার তো জানা নেই কীভাবে শোধ হবে মাহফুজার ঋণ।

Majid Mahmud

ছয়

মাহফুজা, আমার জীবন আমার জবান তুমি
করেছ খরিদ, অতএব তোমার গোলাম আমি
তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ পারবে না আমার
স্বাতন্ত্র্য ছুঁতে, আমার ধ্বনি, আমার কবিতা, আর
আমার সন্তান, আমার সম্পদ তোমারই নামে
বিসর্জন-প্রদীপ জ্বেলে সারাক্ষণ ডানে ও বামে
তোমার হুকুমের প্রতীক্ষা করে থাকে রোজ বসে
যাতে আমার সংসার-শান্তি তোমার বিক্ষুব্ধ রোষে
না জ্বলে, তুমি যদি কোনো কাজে করে থাকো বারণ
কোনো দিন করব না সে কাজ খুঁজব না কারণ
বিনিময়ে আমার সন্তানের প্রতি হয়ো সদয়
তাকে যেন না পায় তোমার অতৃপ্তি তোমার ভয়
আর কিছু চাওয়ার নেই তুমি শোনো মাহফুজা
আজীবন যেন বইতে পারি তোমার বোঝা।

Mozid Mahmud
the official website

সাত

আমি জানি না এমন মারি আর মড়কের দেশে
কেমন বিশ্বাসে তুমি নড়ে ওঠো গোলাপের ঠোঁট
যখন বুকের পানপাত্র কেনে কাগজের নোট
তখন তোমাকে দেখি আমি নষ্ট যুবতীর বেশে
দারুণ আঘাতে আলগা হয় তোমার অরক্ষিত
খেত, হঠাৎ দেখে ফেলি ব্লাউজ পেটিকোটহীন
ভবিষ্যের অন্ধকারে ঢেকে যায় আমাদের দিন
তোমার পতিভক্তি জনশ্রুত হিন্দু নারীর মতো।
কসাই গলিতে তোমার মাংসের দাম ওঠানামা
করে অঙ্ক হিসাবে, শিয়াল আর শকুনের ভোগ
হয়ে শ্মশানের কাছে মানুষের পায়ে দাও হামা
এভাবে যতখানি বাড়ে তার বেশি হয় বিয়োগ।
আমার মতো যদি শত কোটি মানুষের প্রণাম
তোমার পায়ে নামলে হয়তবা পেতে পারি ক্ষমা।

Mahfuj Mahmud
Official Website

দাক্ষিণ্যে

তুমি এসো মাহফুজা
এই শীতের মৌসুমে তুলে নাও
আমার বিবর্ণ হাত
এই হিমানীর রাতে আমাকে দাও
তোমার নরম পালকের ওম
ফুটন্ত ডিমের মতো
অফুটন্ত ডিমের মতো
তোমার দাক্ষিণ্যে আমার বাঁচা
তুমি আমার চঞ্চুতে রাখো ঠোঁট
আমার গলবিলে দাও আহারের পোকা
বাঁচার অহংকার নিয়ে উড়াল শেখাও।

Mozid Mahmud
the official website

একদিন আসবে দিন

একদিন আসবে দিন আমাদের বেদীনের দেশে
সেদিন তোমাকে পাবে না খুঁজে মানুষের সন্তান
এমন বিবর্ণ সময়ে তুমি কী করে থাকবে মাহফুজা
এখনো আমাদের দেশে আসেনি তোমার মৌসুম
তাই অসময়ে ঝরে তোমার সৌরভ
বাতাসে ওড়ে না তোমার রেণু
এভাবে তোমার উদ্‌গম রহিত হলে
একদিন তুমিও হয়ে যাবে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়
আমাদের পাখিদের মতো
আমাদের বৃক্ষের মতো
তোমার অনুপস্থিতিতে দূষিত হয়ে যাবে পৃথিবীর মাটি।

Mozia Mahmud
the official website

মাহফুজা

আমার হৃদয় কখন যে উচ্চারণ করে না তোমার নাম
আমার জানা নেই সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত সময়
আমার আত্মা এখন জাগ্রত
তোমাকেই জপে রাতদিন
কী দুঃখ-সুখে, চেতন-অবচেতনে সবটুকু অস্তিত্বে
যখন আর্মেনিয়ায় ত্রিশ লাখ লোক ধসে গেল ভূমিকম্পে
তখনো তোমাকে পড়ল মনে মাহফুজা
যখন বন্যায় ভেসে গেল ত্রিশ লাখ বাঙালি আবদুল
থইথই পানির মধ্যে তোমাকে পড়ল মনে মাহফুজা
একাত্তরের কালরাত্রি এখনো আমার বুকের ওপর ধরে আছে ছুরি
তবু তোমাকে ভুলিনি মাহফুজা
পরমাণুর হিংস্র আগুনে ঝলসে ওঠে হিরোশিমা-নাগাসাকি
সেখানেও তোমার মুখ বিকৃত হয় না মাহফুজা
আর সুখের দিন তোমাকে ভুলে যাব কী করে ভাবলে মাহফুজা
আমার রক্ত এখন মনসুর হাল্লাজের মতো ধ্বনি তোলে মাহফুজা
আমার ক্রুশবিদ্ধ শরীর এখন ধ্বনি তোলে মাহফুজা
আমার চিতাভস্ম ধ্বনি তোলে মাহফুজা
সমুদ্রের ঢেউ আর বাতাসের ধ্বনি
আমার শ্রবণেন্দ্রিয় একটা শব্দই ভরে রাখে সারাক্ষণ
মাহফুজা মাহফুজা মাহফুজা মাহফুজা...
এখন আমি বলতে পারি মাহফুজা
আমার আমি বলে কিছু রাখিনি বাকি
আমার পূর্বাপর অস্তিত্ব তুমিময় হয়ে গেছে
আমি এখন উন্মোচন করেছি
তোমার-আমার মাঝখানে সত্তর হাজার আগুনের পর্দা

এখন তোমার কাছে সশরীরে উপস্থিত থাকতে চাই মাহফুজা
এখন তোমার আরশের নিচে
এখন তোমার কুরশির নিচে
আমাকে একটু ঠাঁই দাও মাহফুজা।

Mozid Mahmud
the official website

হারানো গল্প

সময়মতো তোমার কাছে আসতে পারিনি
এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য ক্ষমা করো মাহফুজা
আমি সহস্র কোটি আগুনের নদী
কঙ্করময় পর্বত অসংখ্য মড়ক পার হয়ে এসেছি
আসলে তোমার আগে আমি
যাত্রা শুরু করেছিলাম; এটাই ছিল আমার ভুল
কেননা যাত্রা শুরুর জন্য তুমি
তখন প্রস্তুত ছিলে না
সাগরের জরায়ুর মধ্যে তুমি বেড়ে উঠছিলে
তোমার খবর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল
কিন্তু আমি জানতে পারিনি
তাই একাই যাত্রা শুরু করেছিলাম
একা চলার জন্য পথ যথেষ্ট মসৃণ ছিল না
তবু অনেকখানি পথ একা হেঁটেছি
অনেক ভুল মানুষের সঙ্গে আলিঙ্গন করেছি
আমার জীবন অসংখ্য অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ভরা
অথচ তোমার কথা আমার জানা ছিল না

মাহফুজা, তোমাকে যখন দেখলাম
মরুভূমির তৃষ্ণা জেগে উঠল
আমি বুঝতে পারলাম তুমি ছিলে
আমার নিজস্ব অংশ
যাত্রা শুরু করার আগে যা আমি
হারিয়ে ফেলেছিলাম...

Mazid Mahmud
the official website

নদী

সুউচ্চ পর্বতের শিখর থেকে গড়িয়ে পড়ার আগে
তুমি পাদদেশে নদী বিছিয়ে দিয়েছিলে মাহফুজা
আজ সবাই শুনছে সেই জলপ্রপাতের শব্দ
নদীর তীর ঘেঁষে জেগে উঠছে অসংখ্য বসতি
ডিমের ভেতর থেকে চঞ্চুতে কষ্ট নিয়ে পাখি উড়ে যাচ্ছে
কিন্তু কেউ দেখছে না পানির নিচে বিছিয়ে দেওয়া
তোমার কোমল করতল আমাকে মাছের মতো
ভাসিয়ে রেখেছে।

Mozid Mahmud
the official website

ফিরে যাচ্ছি

এবার আমি ফিরে যাচ্ছি মাহফুজা
দূর গ্রামের নিঃশব্দ আহ্বানের ভেতর
সমুদ্রযাত্রার কালে আমাকে ডেকেছিল
অস্পষ্ট কোলাহল
আলোর হাতছানি, কুকুরের ডাক
পড়ন্ত বিকেলে চুল্লির পাশে কষ্টের
আগুন জ্বেলে
বসেছিল মা তার সন্তানের প্রতীক্ষায়
এবার আমি ফিরে যাচ্ছি মাহফুজা
তোমার সেইসব স্মৃতিময় সম্পদের ভেতর
যার ছায়া ও শূন্যতা আমাকে দিয়েছে
অনন্ত বিশ্বাস
একদিন অসংখ্য ছায়াপথ-ব্ল্যাকহোল
অতিক্রম করে
যেসব ফেরেশতা আমাদের শূন্যতায়
ভাসিয়ে দিয়েছিল
এবার আমি ফিরে যাচ্ছি তাদের
আলিঙ্গনের ভেতর।

Mozid Mahmud
Official website

গল্প

তোমার অনাঘ্রাত শরীর আমাকে ডেকেছিল পৃথিবীর পথে
আমরাই তো প্রথম শুরু করেছিলাম পাহাড় নির্মাণের গল্প
দুর্গম পর্বতের গুহা থেকে কাঁখের কলসিতে
পানি এনে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম তোমার সন্তানের উপর
তবু বহুমাত্রিক সভ্যতা আমাদের দিয়েছে বিচ্ছেদ
আমরা এখন নতুন সৃষ্টির কথা ভাবি না
আমরা এখন সূর্য ও রংধনুর কথা ভাবি না
কেবল রাত্রি অন্ধকার করে বৃষ্টি এলে
প্রবল জঙ্গমতায় এক স্মৃতিময় বিষণ্নতা
আমাদের ডাকতে থাকে।

Mozid Mahmud
the official website

ক্রীতদাসী

যারা তোমাকে ডাকেনি তুমি তাদের ক্রীতদাসী হয়ে পায়ে পায়ে
গড়াও
তুমি তাদের আনন্দিতা কিংবা কদাচিৎ সন্তানের জননী হও
মাঝে মাঝে তোমাকে বিপরীত নামে ডাকি
বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে কুৎসা
আরাধনার শব্দ ঘৃণার সমার্থক হয়ে যায়
কোনো আগন্তুক তোমাকে বিশ্বাস করে না
তুমি মুহূর্তে বিচলিত হও
আবার পরক্ষণেই বুঝে ফেলো
আমার প্রশংসা কিংবা কুৎসা একই গূঢ়ার্থ নামে।

Mozid Mahmud
the official website

নিঃসঙ্গতার পুত্র

তোমার কষ্ট ও আনন্দগুলো লাফিয়ে পড়ে
আনন্দ ও কষ্টের ভেতর
দেবশিশুর মতো আমাকে হাতের তালুর
উপর নাচাতে থাকো
তুমি লাফিয়ে লাফিয়ে বাম থেকে ডান
তারপর শূন্যতায় মিলিয়ে যাও
আমরা তোমার অসংখ্য নিঃসঙ্গতার পুত্র
আমাদের সাষ্টাঙ্গ গিলে ফেলে আবার
উগরে দাও
তুমি ধারণ করো শূন্যতা
অতঃপর শূন্যতা আমাদের–
কে তোমার প্রকৃত জনক
জননীও ডাকেনি তোমাকে
রক্তমাখা শূন্যতার প্লাসেন্টা ভেদ করে
স্বয়ম্ভু দাঁড়িয়েছ তুমি।

Mozid Mahmud
the official website

বিষকাঁটা

এবার ফুলের বদলে অসংখ্য বিষকাঁটা
তোমার বেদিতে ছড়িয়ে দিয়েছি পূজার উপাচারে
তুমি গ্রহণ করো আর আমার দিকে মিটিমিটি তাকাও
এবার প্রতিমার বদলে গড়েছি সং
দেবালয়ে বাজছে অসুরসংগীত
তুমি বসতে বসতে আমার দিকে তাকাও
ভাবতে থাকো কোথাও কোনো ভুল হয়েছিল কি না
আর আমি বন্ধুদের পশ্চাতে চিমটি কেটে হুররে বলে উঠি।

Mozid Mahmud
the official website

হেয়ারলিপস

মাহফুজা, আমাদের জন্ম ছিল হেয়ারলিপস
খণ্ডিত খরগোশের মতো
আমাদের নাক ছিল দ্বিখণ্ডিত
আমরা ছিলাম যমজ ভাইবোন
একই মায়ের উদরে আমরা শুয়ে ছিলাম নিশ্চুপ
পরস্পর কান পেতে শুনেছিলাম দিদার গল্প
আমাদের জন্মের পর একদিকে প্রচণ্ড শীত
অন্যদিকে খরায় মাটি দ্বিখণ্ডিত
শুষে নিয়েছিল জলজ প্রাণী
আমাদের জন্মই ছিল পৃথিবীর দুর্ভাগ্যের কারণ
আমরাই বয়ে এনেছি প্রাণের মৃত্যু
মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়ে লোকালয়ের মধ্য দিয়ে
আমরা নিমগ্ন হেঁটে চলেছি
শরীরকে ফেলে রেখে প্রাণ আমাদের সঙ্গে যেতে চায়
সেই অব্যর্থ লক্ষ্য ভেদ করে
তুমিও কি আগেভাগে আমাদের সঙ্গে যাবে?

Mizia Mahmud
the official website

পুরস্কার

মাহফুজা, আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে গ্রামের মৌলবি সাহেব
তার সঙ্গে চৌকিদার পাঠিয়েছে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান
গতকাল খুঁজে গেছে থানার দারোগা
অনেক আগেই নিষিদ্ধ জনকের ভিটে
আমি এখন মোস্ট ওয়ান্টেড পার্সন
জানি তুমিও দেবে না এসাইলাম
তোমাকে ভালোবাসার এমন বধির পুরস্কার
আমি ছাড়া কেউ তার অর্থ জানে না
তোমার সম্মুখে কার্যকর হবে ফাঁসির আদেশ
ক্রুশদণ্ড ভেদ করে আমাকেও দাঁড়াতে হবে
এই মৃত্যুর উৎসবে তুমিও সেদিন
কেবলই নীরব দর্শক।

Mona Mahmud
the official website

পয়দায়েশ

তখন তোমার আত্মা পানির ওপর ভাসছিল
তুমি অন্ধকার বিভাজিত করে দেখতে চাইলে আলোর বিকাশ
পানিকে ভাসতে দিয়ে তুমি দ্বিতীয় দিন সৃষ্টি করলে আকাশ
ভূমির উপর মাথা তুলল গাছের শিশুরা
মাঠকে মাঠ ছড়িয়ে গেল বীজধান-গন্দমখেত
চতুর্থ দিন বানালে তুমি সূর্য আর চন্দ্রের নিশানা
একঝাঁক পাখি গগন বিদারিত করে উড়ে গেল লোকালয়ের দিকে
জলকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠল ভবিষ্যৎ-মানুষের গুপ্ত সম্পদ
তবু এক অসীম শূন্যতায় বিদীর্ণ হলে তুমি
সেই নিঃসঙ্গতা তোমার ভূষণ
ষষ্ঠ দিবস নিজেকে আবিষ্কার করলে আমার ভেতর
অথচ অর্ধেক দিলে তুমি সৃষ্টির ক্ষমতা
বাকি অর্ধেক রেখেছ মাহফুজার ভেতর।

Mazid Mahmud
the official website

ডালিমকুমার

মাহফুজা, যদিও মুগ্ধ করে তোমার বৈভব
তবু তুমি দুখিনি দুয়োরানি
মধ্যাহ্নে পড়ে থাকে দুধের সরোবর
তুমি স্নান সেরে ওঠো
সমুদ্রে দিয়েছ তোমার সপ্তডিঙা পাড়ি
তুমি বনে বনে একাকী দিন কাটাও
প্রতিটি হলুদ রাত্রির ফাঁকে একটি দৈত্য এসে
চেটে যায় তোমার শরীর
তুমি সারা দিন অবশ পড়ে থাকো
আমিও পাই না খুঁজে ঘোড়া
হতাশ ডালিমকুমার।

Mozid Mahmud
the official website

একমুঠো বীজ

অরণ্যে দাবানল ছড়িয়ে পড়ার আগে
তুমিই তো শিখিয়েছিলে আগুন সংরক্ষণের প্রযুক্তি
তোমার অনাবৃত স্তন থামিয়ে দিয়েছিল ঝড়
রক্তাক্ত দেহ টেনে নিয়ে গেলে ফসলের মাঠে
তুমিই তো প্রথম তুলে দিলে পাখি
তারপর একমুঠো বীজ
প্রবল কর্ষণে জাগিয়ে তুললে জমানো আগুন
আর আমরা অতিক্রম করলাম ক্ষুধা ও ভয়
রাত্রির ক্লান্তি

এখনো কি তোমার মনে আছে মাহফুজা
সেই সব জাগরণের দিন
প্রতিটি গাছ ও পানি নির্মাণের আগে
প্রথম হয়েছিল তোমার সূচনা।

Abid Mahmud
the official website

নাম

ওরা যখন আমার নাম ধরে ডাকে
আমি কেবলই শুনতে পাই মাহফুজা
আমার তো আলাদা কোনো নাম নেই
লুকিয়ে আছে তোমার নিরানব্বই নামের ভেতর
আমি কী করে করতে পারি সে নামের শরিক
তুমিই তো ডাকতে থাকো মাহফুজ মাহফুজ..

Mozid Mahmud
the official website

মাছের পোনা

ঋতুবতী তুমি যখন আমাকে জন্ম দিয়েছিলে
শূন্যতার তারল্যের ভেতর
মাছের পোনাদের মতো তোমাকে ঘিরেই
আমি বেড়ে উঠতে চেয়েছিলাম
আদরে চুম্বনে তুমিও আমাদের করেছিলে সাবাড়
কিন্তু আমরা যেসব অবাধ্য সন্তান তোমার
গ্রাসের বাইরে পালিয়ে গিয়েছিলাম
তাদের অনন্ত কান্না কি তুমি শুনতে পাও
তাদের বিচ্ছেদের যন্ত্রণা কি তুমি দেখতে পাও
আজ তুমি নতুন করে সন্তানের জন্ম দিচ্ছ
আদরে চুম্বনে তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছ উৎসমূলে
আর আমরা যারা শৈশবে তোমার স্পর্শের
বাইরে থেকে করেছিলাম পাপ
তারা আজ কণ্ঠ কেটে তোমার বেদিতে
ঢেলে দিচ্ছি রক্তের ঢেউ।

Mahfuz Mahmud
the official website

সংগীতের ভেতর

গারোপাহাড় থেকে যেসব বেদেনী এসেছিল কাল
আমি তাদের ঝাঁপির ভেতর খুঁজেছিলাম তোমার খবর
ভয়ংকর কালকেউটে হেনে দিল ছোবল
প্রতিবিষের যন্ত্রণায় ঢলে পড়ল মনসার পুত
মাহফুজা, এ কোন্ জহর আমার শরীরে করেছ জমা
গাঙুর দিয়েছি পাড়ি বেহুলার নিঃসঙ্গ ভেলায়
স্বর্গের বেশ্যা তুমি লাস্যময়ী নৃত্যপটীয়সী
তোমার প্রতীক্ষায় থেকে হাড়গোড় নিয়ে গেল
জলের হাঙর
কেউ জানে না আমার অতীত অস্তিত্বের খবর
সমুদ্র অতিক্রম করে আমাকে রেখেছ ধরে
তোমার সংগীতের ভেতর।

Mozid Mahmud
the official website

বিদগ্ধ মাধব

মাহফুজার প্রেমময় নৃত্য দেখে জেগে ওঠে সৃষ্টির সাধ
প্রবল জোছনায় ভেসে যায় জগন্নাথপুর
তোমার উদ্যানে চরে বেড়ায় চমরিগাই
ভাবেসাবে মনে হয় অবোধ রাধিকা
আমাকে সাজিয়েছ তবু অসভ্য কানাই
অনন্তর দিয়েছ শান্তি গোপিনীর প্রেম
দু-হাতে দিয়েছ ধরে কদম্বফুল
আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে শুরু হয় ক্রীড়া
আমি শুধু ধারাভাষ্য লিখি বিদগ্ধ মাধব।

Mozid Mahmud
the official website

কঙ্কালের শিস

গোরস্তানের কঙ্কালে তুমি ফুঁ দিয়ে বাজিয়ে দাও রাত্রির শিস
একটু জেগে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ি পরিচিত লাশের ভেতর
তোমার বাম হাতে অন্ধকারে সূর্যের লণ্ঠন
ডান হাতের শূন্যতায় আমাদের নাড়াতে থাকো
জন্মান্ধ ফেরেশতার বিশাল লৌহদণ্ড নেমে আসে
বারংবার আমাদের পুনর্গঠিত মাথার উপর
তুমি টমাহকে যেসব মানুষ নিয়েছিলে গেঁথে
আর অসংখ্য মহিষ বন্দুকের আগায়
তারা আজ ঢেউ তুলে তোমার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছে
তুমি তাদের সেই পরিস্রুত পানি অঞ্জলিপুটে করো পান
আর কঙ্কালের শরীর থেকে ছুটে যাওয়া হাতের ভগ্নাবশেষ
তোমার চিবুক ধরে নাড়তে থাকে।

Mahfuj Mahmud
the official website

দুধের নহর

মাহফুজা শৈশবে দুধ-সরোবরতীরে একটি বৃক্ষ
মেলে দিয়েছিলে আমাদের দিকে
আমরা ছুটে এসেছিলাম তার পল্লবের ঘ্রাণে
উলঙ্গ সন্তানের পরিপূর্ণ লজ্জা দেখে শরীর থেকে
খুলে দিলে বল্কলের পোশাক
আমরা ঢেকে দিলাম শীত ও গ্রীষ্মের বেদনা
তারপর একটি ডুমুর দু-ভাগ করে মেলে ধরলে
আমাদের চোখের ওপর ঘুচে গেল অস্তিত্বের সংঘাত
এই তরঙ্গ কি একদিন তোমার কাছে ফিরে যাবে না
এই তরঙ্গ তো তোমার নাভি কেটে ছুটে চলেছে
তবু কেন প্রবল স্নেহে শুকিয়ে দিচ্ছ দুধের নহর।

Mozia Mahmud
the official website

নিরুদ্দেশযান

তোমাকে ডাকতে ডাকতে অন্ধকার রাত্রি পেরিয়ে যাই
বসে থাকি অসুস্থ কন্যার শিয়রে– তুমিই তো ওদের মা
তবু ভয় পাই– ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে করেছিলে দান
এখন দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে তোমার শকট
মাহফুজা, আমার মনে জেগেছে অঙ্গীকার ভঙ্গের পাপ
ফিরে যেতে বলো তোমার নিরুদ্দেশ যান।

Mozid Mahmud
the official website

পেছনের পা

মাহফুজা, পেছনের পায়ে ভর দিয়ে তুমি সটান দাঁড়িয়ে পড়ো
তোমার কোমরের কলসির ভেতর গড়িয়ে পড়ে পরিস্রুত জল
অতঃপর আমার যাত্রা রুদ্ধ করে তোমার দ্বিখণ্ডিত জিহ্বা
ডাকতে থাকে অনন্তের দিকে
কূল থেকে উপকূলে আছড়ে পড়ে তোমার শূন্যতার ঢেউ
আমি ঝাঁপ দিই সেই অনন্ত তরঙ্গের মধ্যে
আমাদের পুচ্ছে জড়িয়ে নিয়ে ছুটতে থাকে ছায়াপথের দিকে
কেউ থামতে বলার আগেই আমরা বসে পড়ি
পূর্বপুরুষের ভোজের টেবিলে।

Mozid Mahmud
the official website

আদ্যাক্ষর

তোমার নাম জানার আগেই কে আমাকে
স্তন্যদানে সজীব করেছিল
কে আমাকে শিখিয়েছিল তোমার নামের
আদ্যাক্ষর
আজ আমি বুঝতে পারি মাহফুজা, তুমিই দিয়েছিলে
এই প্রস্তুতিকাল–
তোমার মহিমা বোঝার অপার ক্ষমতা
তুমি জাগিয়ে দাও আমাদের ভেতরের মেয়েমানুষ
আমাদের জরায়ুর মধ্যে গোপনে বেড়ে উঠতে থাকো
আমাদের শিশুদের অণ্ডকোষ তোমার ভবিষ্যৎ আবাস
আজ যে শ্যামাপাখি তোমার কথা বলে
তার চঞ্চুর মধ্যে গর্জে ওঠার আগে- সেও
আমাকে দিয়েছিল তোমার পূর্ণাঙ্গ নামের মহিমা।

Mozid Mahmud
the official website

ফিরিয়ে নাও

মাহফুজা, আমাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে চলো
আমার উদগ্র বাসনা নিষ্পেষিত ছিল তোমার স্তনের নিচে
তোমার হাসিসমূহ আমাকে ভাসিয়ে নিয়েছিল
একটি খরস্রোতা নদীর মোহনার দিকে
আমার পেশিসমূহ উত্তোলিত হয়েছিল
তোমাকে পুনর্গঠিত করার আকাঙ্ক্ষায়
তুমি তখন দিগন্ত প্রসারিত মাঠ– যার সীমানা ছিল না
তোমাকে নিয়ে মহিমান্বিত জাতির স্বপ্ন দেখেছিলাম
তুমি ছিলে ওদের সহোদরদের জননী
আমাকে আজ তোমার উদ্যানের দিকে নিয়ে চলো
আমাকে দেখাও ফুল ও পাখিদের ঠোঁটের মিশ্রণ
আমাকে শোনাও জোছনা-প্লাবিত রাতের সংগীত
অন্তত কিছুটা পথ তুমি আমাকে ফিরে নিয়ে চলো।

Mozid Mahmud
the official website

একক মুদ্রা

প্রতি রাতে আমাকে স্নান করিয়ে যাওয়ার আগে
মেঘের পালক থেকে খসে পড়ে অম্বর
রাতের বাগান থেকে তোমার সখীরা এসে
পানির অঞ্জলি তুলে আমাকে শিখিয়ে দেয়
ঝাঁপাই খেলা
তুমি আমাকে ডেকে এনে বসিয়ে দাও
তাকিয়ার ওপর
তুমি বন্ধ্যা রমণী আর আমি বিষণ্নতার সন্তান
ঘুমের স্নান শেষে আমিও জেগে উঠি খুলির ভেতর
আমাকে প্রদক্ষিণ করে প্রপিতামহের নৃত্য
তাদের অভিশাপ ও আশীর্বাদগুলো তুমিই তো
ধরেছিলে একক মুদ্রায়।

Mozid Mahmud
the official website

একটি হাত

একটি কফিন সামনে রেখে তুমি অনবরত কেঁদে চলেছ মাহফুজা
কাঠের বাক্সর ভেতর থেকে একটি হাত তোমাকে
সান্ত্বনা দিতে বেরিয়ে আসছে
তোমার কোমর জড়িয়ে ধরছে
তোমার গণ্ডদেশে চুমু খাচ্ছে
তোমার সম্মুখে মেলে দিয়েছে সাষ্টাঙ্গ
অথচ তুমি তাকে কবরখানায় নামাতে নামাতে
মাটির নিচে ঢেকে দিতে দিতে তাকে পাওয়ার জন্যে
ব্যাকুল হয়ে উঠছ
ছাদের ওপর ঝরছে অসংখ্য কামিনী ফুল
খুলির ঠোঁট নড়ে উঠছে রাত্রির গানে
মাহফুজা, তুমি কি সেই গান শুনতে পাও না
তাদের কথাবার্তা হাসির হুল্লোড় পাও না টের
রাত্রি আরো গভীর হলে শীতের ঠান্ডা মেঝেতে
বন্ধুদের নিয়ে গল্পচ্ছলে বসো
তুমি কফিনের পাশে বসে আছ মাহফুজা
প্রাত্যহিকতার ছদ্মবেশ ধরে।

Mizzi Mahmud
the official website

জুমচাষ

পর্বতের খাঁজ কেটে আমি যখন জুমচাষ করতাম
গহন গিরিখাদের ভেতর দিয়ে আমাদের আনন্দধারা গড়িয়ে পড়ত
তুমি কোর্টের বাইরে থেকে কুড়িয়ে আনতে টেনিস বল
কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমিও সটান মেরে দিতাম গভীর গর্তে
তুমি আবার কুড়িয়ে এনে রেখে দিতে হিমশীতল প্রকোষ্ঠের ভেতর
আজ আমি ভুলে গেছি সেই হেডহান্ট খেলা
পর্বতের চূড়ায় বসে আছে শীতল ড্রাকুলা
বরফের খণ্ডিত জিহ্বায় বুলিয়ে দিচ্ছে ফসল
তুমি আজ সরাতে পারো না তার নিঃশ্বাসের দাগ
কোথাও কি দেখতে পাও সেই তরুণ জুমচাষি
যার বাম হাতে একটি কোদাল পর্বতের দিকে ধরা
পার্বতীর নাভি থেকে নিঃসৃত ঝরনা
তোমার কাছে বয়ে এনে শুইয়ে দিচ্ছে শিয়রের কাছে।

Mizan Mahmud
the official website

প্রোলেতারিয়েত ওম

তোমার কি মনে আছে মাহফুজা, সেই কনসেনটেশন ক্যাম্পের দিন
বরফের ওপর দিয়ে খেদিয়ে নিয়েছিলে শৃঙ্খলিত শ্রমিকের দল
তুমিই তো পায়ের তলে জ্বালিয়ে দিয়েছিলে প্রোলেতারিয়েত ওম
তোমার শতচ্ছিন্ন আঁচলে ঝরে পড়ছিল কাস্তের শোভা
তোমার পতাকার নিচে জড়ো হয়েছিল যেসব তরুণের দল
আজ তাদের আত্মার ইউটোপিয়া শ্রমের ন্যায্যতা শান্তিতে ঘুমায়
তুমি আবার একটি পতাকার তলে তাদের স্বপ্ন পল্লবিত করে
মানুষের সন্তানদের করে আনো ঘরের বাহির
আমরা এখনো আগুন ও বরফের পথের মধ্য দিয়ে
চাপাপড়া খনিশ্রমিকের কঙ্কালের ভেতর থেকে
শুনতে চাই তোমার সংগীতের গান।

Mahfuj Mahmud
the official website

ইচ্ছার সন্তান

তোমার শাখায় পল্লব স্ফীত হওয়ার সময়
আমার বুকে জেগেছিল নীড় রচবার সাধ
কুড়িয়ে পাওয়া চঞ্চুর কুটোয় নীলাভ ডিমের স্বপ্ন
মাহফুজা, অঙ্কুর ভেদ করে তুমি দাঁড়িয়েছিলে একদিন
আর তোমার ইচ্ছের গর্ভ থেকে আমাকেও
জাগিয়ে তুলেছিলে
আমিও তো একদিন বাতাসের সঙ্গে এসে
তোমাকেও বানিয়েছিলাম মানুষের নিঃশ্বাসের বায়ু
আজ কেন দিয়েছ শরীরের জাগৃতি
শূন্যতার মধ্য থেকে জাগিয়ে তুলে
আবার শূন্যতায় ফিরিয়ে নিচ্ছ
তোমার উষ্ণ আগুনের ডিম থেকে কেবল
ডানায় ভর দিয়ে উড়ে যাক আমার ইচ্ছের সন্তান।

Mozid Mahmud
the official website

অস্তিত্ব

আমার যাবতীয় অস্তিত্ব তুমি বয়ে বেড়াচ্ছ মাহফুজা
দূর নিয়ন্ত্রিত উপগ্রহের মতো আমি কেবল কক্ষপথে
তোমাকে প্রদক্ষিণ করে চলেছি
পরিত্যক্ত ঝরাপাতায় তোমার স্পর্শে একদিন
জ্বলে উঠেছিল আগুন
তুমি কি সেই অঙ্গারের চিহ্ন আজও দেখতে পাও
আগুন নামের ছেলে এবং তার পাঁজর থেকে খসে
পড়া জোছনা
ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্যে দাপাতে দাপাতে
সবটুকু রোদ্দুর গিলে ফেলে তোমার নরম আলো
নাচতে থাকে আমার চতুর্পাশ ঘিরে।

Mozia Mahmud
the official website

নিদারুণ

তুমি যে কালো ডিমের মধ্য দিয়ে প্রথম বেরিয়ে পড়েছিলে
আমাকেও দিতে চাও সেই নিদারুণ কাল
একাই যদি অন্তরীক্ষে বিচরণ! কেন তবে শিখিয়েছিলে নাম
আমিও তো রক্তের তুমুল আলোড়ন খোলসের মধ্যে
জ্বালিয়ে দিয়েছি গভীর ওম...
মাটির পেটে জমানো অগ্ন্যুৎপাত
চতুর্দিকে ফেটে পড়ার আগে
আমাকেই দিয়েছিলে তুমি চঞ্চুর আঘাত।

Mozid Mahmud
the official website

বর্ম ও শিরস্ত্রাণ

তুমি জেগে আছ আমার নীরবতা ও কোলাহলের ভেতর
তুমি জেগে আছ আমার অবিন্যস্ত অগ্রন্থিত চিন্তার ভেতর
আমি যখন কাঁদি এবং বিষণ্নতায় ভাসতে থাকি
আমি যখন কলিজা উপড়ে এনে বসিয়ে দিই হাতের তালুর ওপর
তুমি তখন মায়ের সারিবদ্ধ স্নেহগুলো নিশ্চুপ নাড়াতে থাকো
তোমার দেওয়া বর্ম ও শিরস্ত্রাণের মধ্যে আমি তখন কেঁপে উঠি।

Mozid Mahmud
the official website

কারখানা

আদতে তুমি একটি কারখানার ভেতর বেড়ে উঠেছিলে
পাঁজরের অস্থি নিয়ে আমিও অন্ধকারে খেলছিলাম
আমাদের বুঝে ওঠার আগেই হাত ফসকে সেই অস্থি
পড়ে গেল পায়ের কাছে
আলোর প্রয়োজনে আমরা সূর্যকে বানিয়ে নিয়েছিলাম
সেই থেকে শুরু হলো আমাদের নিভৃত দিনের অশুভ ঘটনা
তুমি হাপরের পাশে বসে উসকে দাও কয়লার আগুন আর
আমি তোমার শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে আসি পায়ের কাছে
অন্ধকার আদতে তোমার অস্থি করেছে সাবাড়
তবু অন্ধকারই প্রকৃত শরীর–সূর্য রাতের লণ্ঠন।

Mozid Mahmud
the official website

যূপকাঠ

আমাকে বানিয়েছ মা বলির পাঁঠা
পুরুত শানাচ্ছে দেখ ধারালো খাঁড়া
আমি রয়েছি একা যূপকাঠে দাঁড়া
কখন আসবে নেমে তোমার ঘা-টা

পুরুত আনন্দিত আমার মাঁসে
আগুনে ঝলসে করেছে রগরসা
তুমি তো রয়েছ বেদিতে বসা
আনন্দ করো মা রক্তাক্ত ঘাসে।

Mozid Mahmud
the official website

আশ্রয়

তোমাকে সঙ্গে পেয়েও মাহফুজা, আমার একাকী কেটে গেল দিন
তুমিই তো ছিলে আমার শৈশবে মাতৃসঙ্গ আর যৌবনে বৈবাহিক অবস্থা
আজ যদিও তোমার লোলচর্ম ঝুলে আছে আমার সমূল তৃষ্ণায়
তবু তোমার বাহুভিন্ন আমার কি রয়েছে আর কোনো আশ্রয়।

Mozid Mahmud
the official website

বহুগামী

আমি এক বললে যেমন তোমাকে জানি
দুই বললেও তোমাকে
তিন কিংবা তেত্রিশ কোটি তুমি-ভিন্ন কিছু নেই বলি
তাই তোমার উমেদাররা আমাকে বহুত্ববাদী বলে
এসব লোকনিন্দা শুনে তুমিও কি আমাকে বহুগামী ভেবে
দাঁড়িয়ে রাখবে দরোজার ওপাশ।

Mozid Mahmud
the official website

রচনা

তুমি আমাকে যেমন রচনা করেছ, তেমন আমার কবিতাসমূহ
তবু বন্ধুরা ভুলক্রমে বলে- এগুলো আমর রচনা
আমার তবু শ্লাঘায় ভরে ওঠে মন
আমাকেই দিয়েছ তুমি শুক্রাণু ফোটাবার ক্ষমতা
যদিও একটি ডিম্বকের ভেতর থেকে আমার অক্ষরসমূহ
তোমার সৃষ্টির নিতম্ব আর স্তনযুগলে
বিমুগ্ধ বার্তা নিয়ে লুটোপুটি খায়
আর আমার কাছে সেইসব গল্প শোনাবার ছলে
টিপ্পনি কেটে তোমার দিকে চায়
তবু বলি আমি ছাড়া কে তোমাকে সৃষ্টি করেছে এমন
শব্দের বাহন করে তুমিই তো দু-পায়ে দাঁড়ালে প্রথম।

Mozia Mahmud
the official website

তারা আমাকে মারবে

আমাকে যারা মারবে এবং মারতে চায়
তারাও চায় অক্ষুণ্ন থাকুক তোমার ভার্জিনিটি
যদিও তারা বেরিয়ে এসেছে তোমার ডিম্বক কেটে
যদিও তাদের মাথার ওপর তোমার শিকড়
থেকে ছড়িয়ে পড়া ছায়া
যদিও তাদের হাত তোমার বৃন্ত থেকে
কেড়ে নিয়েছিল একটি ফল
যদিও তাদের জিভসমূহ তাকিয়ে আছে
তোমার ঝরে পড়া পানির দিকে
যদিও তোমার গর্ভের ভেতর তাদের সমাধি
যদিও তারা আমাকে মারবে এবং মারতে চায়।

Mozid Mahmud
the official website

পতনের মতো

বন্যহস্তিনী ও মরুভূমিতে ছুটে চলা মাদি ঘোড়ার মতো
ঝরেপড়া বিদ্যুৎ আর অগ্নিদগ্ধ আকাশের মতো
সিংহীর গর্জন আর জোছনায় গলে পড়া নীলগাইয়ের মতো
আকাশগঙ্গা আর সমুদ্র-তরঙ্গের মতো
হঠাৎ ছড়িয়ে পড়া দাবানলের মতো
ছায়াপথে চঞ্চল গ্রহাণুপুঞ্জের মতো
স্বর্গের উদ্যানে ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো ইভের মতো
ইস্রাফিলের শিঙা ফোঁকার মতো
ছয় দিবস পানির প্লাসেন্টার উপর ভেসে থাকার মতো
গুহাচিত্রে মহিষ দেবতা আর শিকারির ধনুকের মতো
আকাশের দিগন্তে মিশে যাওয়া জাহাজের মতো
গগের রঙের আকাঙ্ক্ষার আর
মকবুলের গজগামিনীর মতো
আমার পতন আর তোমার উত্থানের মতো
বিভাজিত ঈশ্বরের মতো
তুমি অমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ মাহফুজা।

Mazid Mahmud
the official website

মাহফুজাং শরণাং গচ্ছামি

মাহফুজা, এবার আমি ত্যাগ করেছি চীবর আর পিণ্ডপাত্রের আকাঙ্ক্ষা
মাহফুজা, এবার আমি ত্যাগ করেছি ওষুধ ও শোয়াবাসনার তৃষ্ণা
মাহফুজা, এবার আমি ত্যাগ করেছি শরীর ও মনের যাবতীয় কামাশ্রয়
মাহফুজা, এবার আমি ত্যাগ করেছি সংহার ও মাংসের লিপ্সা
মাহফুজা, এবার আমি ত্যাগ করেছি অহংকার ও অসত্য ভাষণ
মাহফুজা, এবার আমি ত্যাগ করেছি আসক্ত আমগন্ধ মাংসভোজন
মাহফুজা, এবার আমি ত্যাগ করেছি পায়েসান্ন শূকরমদ্দব
মাহফুজা, এবার আমি গ্রহণ করেছি শ্রমণ গোতম বোধিসত্ত্ব মহাস্থবির
মাহফুজা, এবার আমি গ্রহণ করেছি প্রব্রজিত ভিক্ষুসংঘ
মাহফুজা, এবার আমি গ্রহণ করেছি ধর্মং শরাণং গচ্ছামি;
মাহফুজাং শরণাং গচ্ছামি
নির্বাণ শরণাং গচ্ছামি।

Mozid Mahmud

পথ ছিল কম

আগে তোমার কথা তেমন ভাবিনি বলে আজ এত তাড়া
তখন আমাদের ছিল অফুরন্ত ফুরসত
তখন পথ ছিল কম
সময় ছিল বেশি
আজ প্রাণান্তকর ছুটলেও মাঝপথ সামনেই থেকে যাবে
যদিও আর কোনো সূর্যোদয় আমি পারব না দেখতে
এবং সূর্যাস্তের মহিমায় মিলিত হওয়ার আগেই
আমাকে তুলে নেবে রাতের অন্ধকার
তবু তোমার জন্য ছুটতে ব্যাকুল আজ আমার দ্বিধা নেই
তোমার রহস্যময় দ্যুতি ও হাহাকার আমাকে টানছে প্রবল।

Mozid Mahmud
the official website

চারপাশ

মাহফুজা
তুমি একটু তাকিয়ে দেখো আমাদের চারপাশ ও খেলার মাঠগুলো
বাদামের খোসা ও উড়ে যাওয়া লাল পায়রাগুলো
রাতে পাহারারত পুলিশের সোর্সগুলো
সংসদ ভবনে ডায়বেটিসগুলো
আমাদের চারপাশে ক্রন্দনরত শিকলসমূহ
রাতে ফিরে না আসা সন্তানসমূহ
পথবালিকার আঁচল থেকে কেড়ে নেওয়া পয়সাসমূহ
লেকের পানি চাপা দেওয়া মাটিসমূহ
জঠরের ভেতরে নিহত কথাসমূহ
ভিক্ষায় ব্যবহৃত প্যাথিডিন শিশুর নেতিয়ে পড়া শরীরসমূহ
মাহফুজা, তুমি একটু তাকিয়ে দেখো আমাদের ঘরগুলো
বিশ্বায়নে বেচে দেয়া আমাদের কন্যাদের যৌবনগুলো
নেতাদের পকেটে হারিয়ে যাওয়া আমাদের দেশগুলো
ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আসা সামরিক উর্দিগুলো
বাঁচার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পালিয়ে যাওয়া প্রাণগুলো
মাহফুজা, তুমি দেখো আমাদের জীবনের হারিয়ে যাওয়া
সারাৎসারগুলো
তুমি দেখো
তুমি দেখো।

Moziz Mahmud the official website

শুভসন্ধ্যা

এক শুভসন্ধ্যায় তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম
প্রাচীন পৃথিবীর পথে
ত্রিদিবার মোহনায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমরা চলে গিয়েছিলাম
পশ্চিমের দিকে
সেই ঘন অরণ্যের মধ্যে আমরা পেয়েছিলাম টের প্রাণের জাগৃতি
তোমার কি মনে আছে ত্রিবেণীতে ডুবে যাওয়া সূর্যের প্রাণহারী গল্প
সিংহীর শাবকরা তখন মায়ের স্তন থেকে টেনে নিচ্ছিল জল
নদীর কিনার ধরে হেঁটে হেঁটে আমরা গড়ে তুলেছিলাম জনপদ
তোমার কি মনে আছে ললিতবিস্তারে সেইসব প্রবেশর স্মৃতি
মগধ কিংবা মৈথিলী নয়, আমি ছিলাম শাক্যের যুবরাজ
তুমি ছিলে সদ্বংশীয়া যুবতী
যদিও নির্বাণের সময় আজ, সুজাতা আর চুন্দের পার্থক্য করি না।

Mahfuj Mahmud
the official website

সঙ্গে থাকবে

রাতে অসংখ্য মুদ্দাফরাশ জেগে ওঠার আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে
নেত্রীর গাড়িবহরের চাকায় লোপাট হওয়ার আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে
রাজনৈতিক নেতাদের লাশ টেনে নেয়ার আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে
মঙ্গায় দলবদ্ধ চাল পাওয়ার আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে
মুক্তিপণের বিনিময়ে প্রাণ নেয়ার আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে
মিলিটারির কম্বল প্যারেডের আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে
পুলিশের জলের ট্যাঙ্কে খুঁজে পাওয়ার আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে
গ্যাং রেপে হারিয়ে যাওয়ার আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে
টমাহকে ভূগোল পরিবর্তনের আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে
ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে ফেলে দেয়ার আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে
বলার স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নেয়ার আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে
বুকের সাথে আত্মঘাতী বোমা বেঁধে নেয়ার আগে তুমি কি আমার সঙ্গে থাকবে।

Mozid Mahmud

আড়িপাতা

প্রভু, তোমার ফেরেশতাদের কিছুদিন ছুটি দাও
মাহফুজার সাথে এবার আমি ঘুরতে যাব
আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের মাঝে
আর কাউকে থাকতে দিও না
যদিও ফেরেশতারা নলৈঙ্গিক, যদিও বন্ধুভাবাপন্ন
তবু আমাদের শরীরের উত্থান ওদের বিব্রত করে
আমরা কি সব কথা ওদের বলতে পারি, না ওরা
কিছু কথা তো তোমাকেও বলতে চাই,
তাই লুকোবার টেন্ডেন্সি
ওরা তো তোমার হুকুমের দাস,
ওরা কী বুঝবে এই সব রসিকতার মানে
সরকারের এজেন্ট ওরা, আড়িপাতা স্বভাব।

Mita Mahmud
the official website

শীত

এবার তোমার শরীর ছুঁয়ে উড়ে আসছে শীতের পাখিরা
তুমি কি দেখতে পাও তাদের পশ্চাতে ধাবমান শিকারির তীর
তোমার পাঁজর বিদ্ধ করে গেঁথে নিয়ে যাচ্ছে বরফের দেশে
যেখানে থাকবে না তোমার বুক ধুকপুকানি কলিজার অসুখ
তোমাদের সন্তানরাও একদিন সেই সব পাখির সাথে
শীতের তুষারতা বুকে নিয়ে মিলিত হবে
যদিও তাদের তেজস্বিতা এখনো পায়নি বাতাসের ওম
তবু তোমাকে বলি, সেই সব আগুনের স্ফুলিঙ্গ
বরফের গুহায় মিলিত হবে
অমর পিতামহীদের বিচ্ছিন্ন অস্থির সাথে।

Mozid Mahmud
the official website

ভয়

মাহফুজা, আমি ভয় পাই ঘাসের ভেতর লুকিয়ে থাকা ফড়িং
তুমি যাকে গ্রাসহোপার কিংবা সিকাডা বলো
মাহফুজা, আমি ভয় পাই পানিতে কানকো ভাসিয়ে ডাঙায় হেঁটে চলা
উভচর সরীসৃপ, তুমি যাকে কুম্ভীরাশ্রু বলো
মাহফুজা, আমি ভয় পাই হায়েনার হাসি
মাহফুজা, আমি ভয় পাই প্রধানমন্ত্রীর না পাঠানো ঈদগ্রিটিংস,
যাকে তুমি আনুগত্য বলো
মাহফুজা, আমি ভয় পাই কূটনীতিক সচিব- যখন আমাকে ভিন্নমতাবলম্বী
কিংবা রেনিগার্ড বলো
মাহফুজা, আমি যখন তোমার আনুগত্য অস্বীকার করি, তখন সবাই আমার
আনুগত্য পেতে চায়
আর আমার অস্তিত্ব যখন তাদের ঘোষণা করে
তখন তুমি হয়ে ওঠো ভয়ংকর ভয়ের কারণ
মাহফুজা, তোমাকে নয়; আমি ভয় পাই তোমার প্রচার সচিব আর কর্মোপাধ্যায়।

Mozid Mahmud
the official website

সম্পর্ক

যখন তুমি ব্যারাকের ভেতর কুচকাওয়াজ করো
কিংবা নাচো রেসকোর্স ময়দানে
যখন তোমার পালোয়ানরা বলীখেলার জন্য হয় প্রস্তুত
যখন তুমি অন্যের কোর্টে চিঁ দিতে থাকো
যখন তুমি ভুলে যাও বক্তৃতার বিষয়াবলী
তখনই শুরু হয় আমাদের ভুল বোঝাবুঝি
এতকাল যা ছিল ঘরের বিষয়
প্রতিবেশীদের কাছে আজ তা প্রশ্নবোধক
মাহফুজা, তবু আমাদের সম্পর্ক সরল
শৈশবেই হয়েছিল শুরু আমাদের খেলা
বিচ্ছেদও ধরে আছে অন্য এক পরিচয়
তুমি নাচো কিংবা কুচকাওয়াজ করো
তোমার বলীরা ঊরুতে মাখুক তেল, তবু
কোনোভাবেই হবে না আমাদের সম্পর্ক ছেদ।

Moziz Mahmud
the official website

সেকেলে নাম

তোমার নাম নিয়ে বড়ো বেশি শুচিবায়ুগ্রস্ত আমার বন্ধুরা
এমন একটি নামের প্রেম বড়ো বেশি সেকেলে ধরনের
ওদের ধারণা, তুমিও হতে পারতে লাক্সের বিজ্ঞাপনী কন্যা
টাকা ছেটালেই সাবানের ফেনার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে
জড়িয়ে ধরবে অচেনা যুবকের হাত
তোমাকেও ভাবে ওরা নিতম্বিনী যুবতীর মতো
বুকের উত্থান যার একমাত্র ভরসা
তুমি তো ওদের মা ও মাতামহীদের তুলে ধরেছিলে বুকের ওপর
এখনো তারা চায় তোমার চম্বুনের কল্যাণ; অথচ
অর্বাচীন যুবকেরা তোমার নামের অর্থই জানে না।

Mozid Mahmud
the official website

মন্দির

তুমি সত্যিই আছ কি না, তা জানার জন্য সরকার গঠন করেছে
এক তদন্ত কমিশন, সাক্ষী সাবুদ অনেক হয়েছে জমা
কমিশনের সামনে আমাকেও হতে হবে হাজির
আর সব তদন্ত রিপোর্টের মতো এর ফলাফল থাকবে না ফিতায় বাঁধা
সরকার নিজেই যখন বাদী এ মামলার
আমাকে ফাঁসিয়ে দেয়া যার প্রধান কর্তব্য
কিন্তু কীভাবে জানাব বলো তোমার প্রমাণ
আমি বড়োজোর রাস্তার পাশের মসজিদে গিয়ে
দিতে পারি আজান, যদিও চার্চের চুড়ো থেকে
ফেলে দেবে আমাকে
তবু বলব, এ মন্দির তোমার।

Majid Mahmud
the official website

উল্টোরথ

মাহফুজা, এবার আমাদের উলটোযাত্রার সময় হলো
আঙুলের ডগায় যে স্বর্ণঈগল নিয়ে তুমি যাত্রা শুরু করেছিলে
তাকে এবার ছেড়ে দাও; আদিগন্ত বন্যা সরে যাওয়ার পর মাঠ থেকে
কিছুটা সময় ঘুরে আসুক; যদিও তার দুচোখ হয়ে আছে নিঃসঙ্গতায় কাবু
তবু আমাদেরও তো চলে যেতে হবে
আমরা যখন সূর্যকে বিচ্ছিন্ন করেছিলাম
পৃথিবী একটি খেয়াযান ভিন্ন তো নয়
চন্দ্রকে একটি টিপের মতো কপালে বসিয়ে দেয়ার পর
অনেকগুলো বছর তো হয়ে গেল পার
এবার আমাদের ফিরে যেতে হবে উল্টোরথের চাকায়
কে আর সামলাচ্ছে বলো আমাদের ঘর-সংসার
আমাদের কন্যাদেরও বিয়ে-থা হয়ে গেছে
ছেলেরাও ব্যস্ত ওদের সংসারে
ফুরিয়ে গেছে নাতিদের স্কুলে নেয়ার কাজ
এবার আমাদের চলে যেতে হবে পিতার সংসারে।

Mazid Mahmud
the official website

শূন্যতা

তুমি যেখানে থাকো না, সেখানে শূন্যতা থাকে
তোমার যেখানে শেষ, শূন্যতার সেখানে শুরু
তোমার নাম তাই শূন্যতা রেখেছি
এবার আমি হারিয়ে যাই হে রাত্রি,
এবার আমি হারিয়ে যাই হাওয়ার মাতম
তুমি আমাকে শূন্যতায় ভাসিয়ে দাও
আমার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গতকাল ও আগের দিনগুলো
আমার পিতার তিরোধান ও কন্যার জন্মের
দিনগুলো তুমিই তো গচ্ছিত রেখেছ শূন্যতা
যখন তুমি আমাকে বারান্দার ও-পাশে নিয়ে যাও
তখনো এ-পাশে শূন্যতা থাকে
আর শূন্যতা মানে তুমি থাকো
তুমি মানে মাহফুজা।

Mahfuz Mahmud
The official website

শব্দ

কাগজের যুগ অতিক্রম করে আমরা যখন গুহালিপির দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম
বুকের পাঁজর থেকে তীর খসিয়ে রেখে একটি মহিষ আমাদের অনুসরণ করছিল
হে পাথর, হে অগ্নি, আমাদের পায়ের ব্যথা, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর কষ্ট
তুমি কি আজ ভুলতে পারো–শ্যাওলার পিচ্ছিল ঘাটলা থেকে
আমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম
কে আর রেখেছে লিখে সেই সব জঙ্গম দিনের ইতিহাস
কোমর থেকে পা মাটিতে সংস্থাপিত করে
বৃক্ষের শাখার মতো আমরা হাতকে মেলে ধরেছিলাম
আসলে আমরা প্রত্যেকেই ছিলাম একেকটি অক্ষর
নিরন্তর লিখে চলেছি অনন্তের শব্দগঠন
অতঃপর অসংখ্য কাগজের পৃষ্ঠা স্তূপিত হয়ে আছে
আমাদের শরীরের ওপর।

Mahfuz Mahmud
the official website

রাজা

হে রানি মৌমাছি! তোমার সঙ্গে মিলন ছাড়া
মধু উৎপাদনের আর কোনো কৌশল জানি না
তোমার সেবাদাস শ্রমিকদের অন্তত একবার
সরে যেতে বলো
এই শীতের বিকেলে প্রকৃতিতে ফুটেছে সরিষার ফুল
শ্রমিকের ডানায় লেগেছে অসংখ্য পরাগ
যদিও তোমার গর্ভ থেকে উৎপন্ন আমরা সবাই
তবু আমাকেই দিয়েছ তুমি রাজার নিয়তি।

Mozid Mahmud
the official website

কেয়ামত

এক বুড়ো ফেরেশতা আমাকে জাগিয়ে তুলে
তোমার দুই কাঁধে বসিয়ে দিয়েছিল
তুমি আমাকে দেখতে পাও না, আমিও
তবু দুহাতে লিখে চলেছি তোমার আমলনামা
মাঝে মাঝে তোমাকে জানাতে ইচ্ছে করে
কী তোমার নিয়তি
একই শরীরে বসবাস আমাদের
হায়! এমনই দুর্ভাগ্য, নিজেদের পরস্পর দেখি না কখনো
আমার এই লেখক-জীবনের পাণ্ডুলিপি তোমাকে জানাতে
একটা কেয়ামত লেগে যাবে।

Mozid Mahmud
the official website

স্বপ্নের ভেতর

আমি স্বপ্নের ভেতর তোমায় খুঁজতে যাই না মাহফুজা
হতে পারে তা সুখের, ভয় বা দুঃখের
তুমি আমার সেই উদ্দাম সাহস-এখনো আছ
তুমি এখনো অসহনীয় দুঃখ, অপূরণীয় ইচ্ছেগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছ
তুমি আছ বলেই সকল পরিবর্তন আমার কাছে তুচ্ছ
পৃথিবী ঘুরছে
সূর্য আলো দিচ্ছে
বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে
নদী সাগরে মিলিত হচ্ছে
তুমি কীভাবে এর অতীত ও ভবিষ্যৎ করবে তফাত
তুমি যাকে ভালোবেসেছিলে কিংবা যে তোমাকে
সেই সব আলো ও পানির কণিকাগুলো এখন মৃত
অথবা পরিবর্তিত হয়ে ফিরে আসছে তোমার দিকে
মনে রেখো সব বসন্ত ও গ্রীস্মই তোমাকে অতিক্রম করে যাবে
বর্ষা ও শীত চিরস্থায়ী নয়
যদিও তোমার হৃদয় ভারাক্রান্ত সেইসব অভিঘাতে
তবু এসব পুরোনো পৃথিবীর গান
আমাদের শরীর একদিন ধূলিকণার মতো বাতাসে মিশে যাবে
আমাদের রসনা করবে না অভিযোগ
আজকের দিনের পর সবই হয়ে যাবে অতীত।

Mozid Mahmud
the official website

ভালোবাসার দ্বিধা

মাহফুজা, আমি ভালোবাসায় ভালো নই
আমার হৃদয় চায় জ্ঞান ও মুক্তি
আমি হতভাগ্য সোনার হাঁস খুন করেছি
হতে পারে, এটি আমার সরল স্বীকারোক্তি
এবং প্রগাঢ় আবেগময়তা
আমি ভালোবাসায় ভালো নই
আমি ভালোবাসার শরীরে আঘাত করেছি
আমার নিদ্রাহীন চোখে সন্দেহের অশ্রু
আদিম মানুষের মতো বেরিয়ে আসছে
অর্থহীন আওয়াজ
আমি একাই শুয়ে আছি অন্তহীন অন্ধকারে
জানি এখান থেকে মুক্তির কোনো পথ খোলা নেই
আমি ভালোবাসায় ভালো নই
যখন আমার হৃদয় সহজে পরাজয় মানে
মুখ থেকে বেরিয়ে আসে অবাধ্য কথাবার্তা
অথচ এসব গোপনীয় ছিল শ্রেয়
এক পরাস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে আমি হত
আমি ভালোবাসায় ভালো নই
আমি তোমার প্রেমের বিশ্বাস করেছি ভঙ্গ
তাই প্রেমের পরিসমাপ্তিতে চাই করুণ দুঃখ
মুহূর্তে হয়ত হয়েছিল শুরু
শেষ বিদায়ের তিক্ততা
এটাই হয়ত আমার পরম প্রতিশোধ।

Mozid Mahmud
the official website

নিস্তব্ধ

মাহফুজা, তুমি যখন কথা বলো আমার সাথে, তখন
সময় থেমে যায় গভীর স্তব্ধতায়
ভুলে যাই-পৃথিবীতে কোনোদিন রাত এসেছিল কি না
মাস ও ঋতুর গভীর পরিবর্তন; বসন্ত বা শীত
বাইরে আলোকিত জোছনা; ভেতরে গভীর অন্ধকার
এর কোনো অর্থ ছিল না
ভাবো, কৃষকের ঘর যদি পূর্ণ থাকে পুষ্টিকর শস্যে
স্বাস্থ্যবান গাভিগুলো যায় নিশ্চিত নিদ্রায়
তার কী দরকার বলো মাসের হিসাব
তুমি যখন বান্দরবান যেতে চাও-তার মানে কি এই নয়
আমি তোমার সাথে আছি কি না
সমুদ্রের যেসব ঢেউ তোমাকে ভাসিয়ে নিতে চায়
তোমার এই নিমজ্জনের আকাঙ্ক্ষা
হয়ত কেউ করে থাকবে কোমর বেষ্টন
সুউচ্চ পাহাড় থেকে ঝরনার ঢেউ, নায়েগ্রা ফল
পাখির সুমধুর ডাক, চাঁদের গলে পড়া
সব তুমি আছ বলে
তুমি আছ বলে থেমে যায় ঈশ্বরের সকল সময়
দিন গণনার অহেতুক ঝঞ্ঝাট
তুমি কথা বললে মৃত্যুও থেমে যায়।

Moin Mahmud
Personal website

দ্বিধা

মাহফুজা, আমি তোমাকে ধরতেও পারি না
ছাড়তেও পারি না
তোমাকে ধরার ও ছাড়ার কারণ খুঁজতে থাকি
খুঁজে পাই তোমাকে ভালোবাসার একটি মাত্র কারণ
অথচ পরিত্যাগ করার রয়েছে অগণিত কারণ
তুমি না বদলাবে; না আমায় পরিত্যাগ করবে
আমার হৃদয়কে তাই তোমার থেকে দূরে রাখতে চাই
কিন্তু অর্ধেকটা সর্বদা তোমাকে আঁকড়ে থাকে
বাকি অর্ধেক পাওয়ার জন্য ব্যাকুল
আমাদের ভালোবাসা যদি ভালোবাসা পেয়ে থাকে
তাহলে আমরা তাকে কষ্ট দিতে চাই না
আর সন্দেহ বা ঈর্ষা নিয়ে কথা বলব না
এসব কোনো বিষয় নয়-যে পুরোটা গ্রহণ করতে হবে
আমি জানি-যখন তোমার ইচ্ছে হবে
আমাকে ভালোবাসতে পারবে
যে অর্ধেক তোমাকে পেতে চায়।

Mozid Mahmud
the official website

বিপরীত কাঙ্ক্ষা

আমি এখন প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি মাহফুজা-
তুমি মধ্যবর্তিনী
তুমি যতই আসছ এগিয়ে
আমার পথ ততই যাচ্ছে ফুরিয়ে
এ এমন এক চলা-যা একত্রে হয় না কখনো
তোমার আসার কথা ছিল এবং তুমি আসছ
আমি দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি তোমার মাস্তুল
তোমার সাম্পান এগিয়ে আসছে হাওয়া লাগিয়ে
কিন্তু আজ আমি মোহনার কাছে
দেখতে পাচ্ছি নদী ও সমুদ্রের মিলনের তাড়া
আমিও ভেসে যাচ্ছি প্রবল টানে
তোমার গজেন্দ্রগমন-নিশ্চিন্ত চলা
মনে হয়, মিলনে ততোধিক নিশ্চিত তুমি
যেহেতু তোমার গমন নিজেরই দিকে
যেহেতু আমি তোমার গন্তব্যে দাঁড়িয়ে
ভাবছ-অনেকটা ঘুরপথ
বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে
শেষমেশ আমার সমুদ্রে নেবে আশ্রয়
তুমি তো জানো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সব সৈকতে
একত্রে ঘটে না
তুমি ব্যাকুল-সূর্যাস্তের সৌন্দর্য দেখতে
আর আমি করি সূর্যোদয়ের মহিমা প্রচার
আজি না, কীভাবে হবে এই বিপরীত কাঙ্ক্ষার মিলন।

স্বেচ্ছাচারী

মাহফুজা, তুমি কি সেই সম্রাজ্ঞী-যে অন্যের
কৃত অপরাধের শাস্তি আমাকে দিয়েছে
সম্রাজ্ঞীরা এমনই হয়, জানা আছে তাদের মর্জি
যখন কেউ তোমার বিশালতা উপেক্ষা করে
আনুগত্যের পরিবর্তে দেয় ঘৃণা
পথের ধুলা কী করে বুঝবে প্রাসাদের মহিমা
তোমার বন্ধনহীন বেড়ে ওঠা, দিগন্ত প্রসারিত ঢেউ
ইঙ্গিতে পদপ্রান্তে নেমে আসে সেনাপতির কৃপাণ
পৃথিবীতে এমন কে আছে-মাতৃজঠর প্রসবিত
তোমায় ছুড়বে অবজ্ঞার শর
কঠোরতা তোমার বহিরাবরণ
শক্ত খোলসের ভেতর যেমন সুমিষ্ট তালশাঁস
কিন্তু পৃথিবীতে সবাই তো তেমন ডুবুরি নয়
সবাই পারে না সমুদ্রের তলদেশে মুক্তো কুড়াতে
কে আর অনুভব করে গর্ভধারিণী ঝিনুকের কষ্ট
বাড়ন্ত ভাতের ওপর ছাই দেয়া মানুষের স্বভাব
এখন আর তুমি সেই ঔদ্ধত্য-কোমল নও
অভিজ্ঞতায় হয়েছ ঋদ্ধ-প্রতিপদে পরাজয় ভয়
আমি তেমন যোদ্ধা নই-পরাস্তের পতাকা হাতে রণত্যাগী
তবু তোমার ঐশ্বর্য নিচ্ছি গেঁথে গান ও কবিতা
তবু কেন প্রতিশোধের নেশায় মত্ত
ভাবছ-চোর পালিয়েছে বটে
হোক কবি-তবু প্রতারক পুরুষ বিশেষ
তাই আমাকেই নিতে হবে বঞ্চনার দায়।

Mazid Mahmud the official website

অবাস্তব-বাস্তবতা

মাহফুজা, কী অদ্ভুত তোমার আকৃতি-রূপ ও সৌন্দর্য
নাচের মুদ্রা, বাক্যের গঠন-স্বরের ওঠানামা
ন্যানো টেকনোলিজির মতো ছড়িয়ে পড়েছে আমার মস্তিষ্কে
আজ আর আমি পারব না তোমায় করতে পৃথক
কুড়ি বসন্তের সূর্য যে আহ্নিক গতির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল
তার আল্টা ভায়োলেট রশ্মি, তার সালোক-সংশ্লেষণ
তার সব-বৃক্ষের মতো তোমার শরীরের পল্লব ধরে আছে
আমি তো গৌতম বুদ্ধের মতো ছেড়েছিলাম ঘর
গৃহ আগলে ছিল যশোধরা দেবী
রাহুল পুত্রের কথা মনে আছে সবই
যদিও আমার আসন ছিল অশ্বত্থের মূলে
যদিও আমি ঘর করেছি বাহির শান্তির লাগি
তবু এক ভাণ্ড পায়েসান্ন নিয়ে তোমার উপস্থিতি
তুমি আজো জেগে আছ বৌদ্ধ-ভাস্কর্যের সুজাতা
বনান্তরের নির্জন প্রান্তরে শুনি তোমার নাচের মুদ্রা
রাগের আলাপন, আমাদের মনোলগ
যে তুমি আমার মস্তিষ্কে, যে তুমি কালীগঞ্জ থাকো
উভয়ের যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয় না কখনো
তারা হয়ত যশোধরা, তারা হয়ত সুজাতা
আমার সাধনা, ধ্যানমগ্নতার তীব্র উপস্থিতকালে
আমার মস্তিষ্ক তোমার টুকরো টুকরো অস্তিত্ব
সংগঠিক করে গড়ে তোলে অসংখ্য প্রতিমূর্তি
আমি জানি না তাদের অবাস্তব বাস্তবতা
তোমার চেয়ে অধিক বাস্তব কি না।

Moza Mahmud
the official website

প্রেমের কবিতা

এতদিন ভাবতাম, সব কবির জীবনে থাকে
প্রেমের কবিতা লেখার একটি নির্দিষ্ট বয়স
করতে হয় মিলিত হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ
স্বর্গ-বিচ্যুৎকালে যে নারী হারিয়েছিল বাহুলগ্ন থেকে
যে নারী লুকিয়ে দিয়েছিল নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল
যে নারী জানত, এই ফলের গভীরে লুকানো আছে
জীবনের বীজ
ঈশ্বরের বাগান থেকে যদি তারা হারিয়ে যায় কখনো
ঈশ্বর যদি কখনো অবসর চান সৃষ্টির একঘেয়েমি থেকে
তাহলে সেই বীজ থেকে গড়িয়ে পড়বে মানুষের ধারা
অসংখ্য নগ্নপদ আদম ও ইভ জেগে রবে অনন্তের বাগানে
ঈশ্বর তাই প্রেমকে পান সর্বাধিক ভয়
প্রেমকে রুখে দিতে নানা আয়োজন
সংসার, সন্তান, বয়স ও মৃত্যু-সব প্রেমবিরোধী উপাখ্যান
প্রেম প্রবহমান সময়ের মতো
বাতাস পানির মতো জীবনের অক্ষয় উৎস
প্রেমকে অবলম্বন করে জীবনের চক্রমণ
আজ ভাবি কবি তো প্রাত্যহিক
রচনার শ্রেণিকরণ
কবির কাজ কবিতা লেখা
সর্বদা প্রেমের কবিতা।

Mozid Mahmud
the official website

নিকোটিন

কী নিশ্চিত নির্ভরতায়-কাকে তুমি পোড়াবে বলো
ধোঁয়ার গম্বুজের মধ্যে হারিয়ে গেল তোমার মায়াময় ঠোঁট
প্রাচীন দার্শনিকের মতো প্রতিটি টানের আড়ালে
তুমি আরো বেশি দুর্বোধ্য হয়ে ওঠো
তোমার বাণীর অর্থ তখন অর্থ ও নিরর্থের মাঝে হারিয়ে যায়
তুমি তখন হয়ে যাও আমার প্রশ্রয় ও উপেক্ষার অতীত
তোমার ধোঁয়ার কুণ্ডলী এক তীব্র জাদুকরের মতো
আমাকে রহস্যের গভীরে নিমজ্জিত করে
ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয় উদ্ধারের সকল পথ
আমি চেতনা হারিয়ে ফেলি
তুমি তো জানো আমি ধোঁয়া পছন্দ করি না
ধোঁয়া ও ধোঁয়াশার বিরুদ্ধে আমার জেগে থাকা
তবু জানি ধোঁয়ার মধ্যে আছে পারফিউম
ধোঁয়ার মধ্যে আছে নিকোটিন
তুমি ফুৎকারে বাতাসকে উড়িয়ে দিলেও
নিকোটিনের তীব্র ঘ্রাণ আমাকে টানতে থাকে
তখন তোমার ঠোঁট যার একমাত্র আশ্রয়।

একতারা

সে ছিল কেবলই একটি ধাতব তার
কিংবা কাঠের টুকরো
অথবা ইতর প্রাণীর পরিত্যক্ত লোলচর্ম বিশেষ
তাদের ছিল না কোনো যোগাযোগ ক্ষমতা
তারা বিচ্ছিন্ন ছিল
কেউ জানত জগৎ সংসারে তাদের নেই কানাকড়ি দাম
তারা নিজেরাও অপদার্থ ভেবেছিল নিজেদের
দারুণ অবহেলায়-রোদ ও বৃষ্টিতে
ঝড় ও বন্যায় কেটে যাচ্ছিল তাদের দিন
ধাতব তারে ধরেছিল মরিচা
ক্ষয়ে যাচ্ছিল কাঠের পরমায়ু
তারা জানত-এই তাদের নিয়তি
যদিও রাজ্যের ঘুম ছিল তাদের; ছিল না স্বপ্ন

Mizan Mahmud
the official website

তবু কার যেন স্পর্শে জেগে উঠল তারা
কেউ যেন যত্নে কুড়িয়ে নিল কাঠের টুকরো
তার সঙ্গে জুড়ে দিল কুড়িয়ে পাওয়া চামড়া
তাদের একত্রে বেঁধে দিল ধাতব তার
আঙুলের ছোঁয়ায় তুলল টংকার
সবাই শুনল এক অপার্থিব সুর
এমন সম্মিলন-এমন অপ্রয়োজনের প্রয়োজন
কে আর জেনেছিল আগে
কে আর জেনেছিল এমন অজানা সুর
লুকিয়ে ছিল মাহফুজার পরিত্যক্ত ধাতব পাত্রে।

কৃপণ

যখন তুমি ষোলোতে ছিলে
তখন কাউকে কিছু দাওনি
এমনকি ভিক্ষুক পয়সা চাইলেও
সংকোচে গুটিয়ে যেতে নিজের ভেতর
ছাব্বিশেও তুমি হয়ত অনুরূপ কৃপণ
ষোলোতে ভাবতে, নেবার নিশ্চয় কেউ আছে
যার জিনিস সে নেবে দেবারই-বা কী আছে
যে নেবে সে রাজার মতো আসুক
ছিনিয়ে নিয়ে যাক নিজের সাহসে
তুমি ছিলে ভিক্ষার অনুকম্পাহীন
রাজা দুষ্মন্ত যেভাবে মৃগয়ায় এসে
শকুন্তলাকে করেছিল অপহরণ
দাতা ও গ্রহিতার অনুকম্পা
তোমার মর্যাদার বিপরীত
কিন্তু পৃথিবীতে তো সবাই যুবরাজ্ঞী নয়
দখল ও বশ্যতা ছাড়া
আর কোনো অধিকার তোমার সহজাত নয়
তবু জেনে রেখো, ভিক্ষাও পৃথিবীর আদিম পেশা
কিছু মানুষ নিশ্চয় আছে কৃপার কাঙাল
তুমি যা দেবে নির্দ্বিধায় তুলে নেবে সে
না দিলে থাকবে অপেক্ষায় তোমার সিংহদরজায়
তোমার অঢেল সম্পদের ভাঁড়ার থেকে
একটি কানাকড়ি যদি অবজ্ঞায় দাও ছুড়ে
সেই হতে পারে আমার শ্রেষ্ঠ অর্জন।

Mahfuj Mahmud
Official website

গোলাপ

আমি এক নিঠুরার প্রেমে পড়েছি
উপেক্ষা যার প্রেম প্রকাশের একমাত্র ভাষা
শতবার ডাকলেও পাবে না তার জবাব
যদিও জানি তার মতো ফুল প্রথম বার ফোটেনি
বাগানে রয়েছে এমন সহস্র গোলাপ
তবু আমার হৃদয় বিদ্ধ হয়েছে-এর বক্র কাঁটায়
যতই রক্ত ঝরছে-ততই বেড়ে যাচ্ছে আমার জিদ
ততই আমি হয়ে পড়ছি দুর্বল
পাবার আকাঙ্ক্ষা আরো তীব্রতর হচ্ছে
ভাবছি হতে পারে সে অন্য গোলাপের মতো
একই রং রয়েছে হয়ত তার পাপড়ি ও দলে
গন্ধের ভিন্নতাও হয়ত পায়নি কেউ
তবু কারো জন্য তো আমি দিইনি দাম
কারো জন্য তো সইনি এমন কষ্ট ও কাঁটার ঘা
যে গোলাপের জন্য আমার এতটা কষ্ট
যে গোলাপের জন্য আমার এতটা রক্তক্ষরণ
সে গোলাপ তো আমার রক্তে কেনা
বাগানে অনেক গোলাপ আছে জানি
কিন্তু এই একটি মাত্র গোলাপ আমার
যার জন্য আমি অন্তত কিছুটা
কষ্ট সয়েছি
কিছুটা মূল্য দিয়েছি রক্তের দামে।

Mozid Mahmud
the official website

আনন্দ-ঈশ্বর

তোমাকে রেখেছিলাম প্রেম ও পুণ্যতার ঊর্ধ্বে
যারা তোমার পায়ের পাতায় দিয়েছিল কান্নার অর্ঘ্য
তারা আজ সিক্ত আঁচল মুছে চলে গেছে দূরে
আর আমি ভ্রান্তির ছলে সারা দিন কাঁদি
দুঃখ ভুলতে অধিকতর দুঃখ পেয়েছি
সারা দিন ব্যস্ত গলদঘর্ম ইঁদুর-দৌড়ে
যাপনের মলিনতা যদিও আমাকে নিয়েছে আশ্রয়
তবু তোমার কাছে পড়ে থাকে মুক্তির বার্তা
তোমার ক্ষমা ও শাস্তি অর্থতার মাপে বন্দি নয়!
তবু কেন আমার মনে জেগেছে প্রেম ও পুণ্যতার পাপ
তোমাকে যতই ঊর্ধ্বে তুলে ধরি
তবু নিচুতার ভয় আমাকে ছাড়ে না
অথচ তুমি ছিলে প্রেম ও পুণ্যতাহীন আনন্দ-ঈশ্বর

Mozid Mahmud
the official website

ঘুমে না জাগরণে

আমার কবিতা শেষ হওয়ার আগেই কি তুমি ঘুমিয়ে পড়ছ
তুমি ভাবছ এসব বস্তুময় চেতনার মিথ্যা অভিব্যক্তি
হতে পারে হাত খাদ্য সংগ্রহের বাহন
অথচ যখন সে জড়িয়ে ধরে, তখন কি তারা স্পর্শের জিহ্বায়
পরিণত হয় না
যদিও পা তোমাকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়
তবু বহনের জন্য কিছুটা সাধুবাদ প্রাপ্য তার
কিন্তু যে অঙ্গসমূহ আমাদের মস্তিষ্কে বেড়ে ওঠে
তাদের পরিতৃপ্তির নেই কোনো দৃশ্যমান রূপ
ধরো, নিঃসরণের একটি উপায় হয়তো খুঁজে পাওয়া গেছে
যদিও সকল অঙ্গ বিবেচিত হয় তুল্যরূপে
তবু কবিতার চেতনা যার বিকশিত হয়নি
যে ফুল ও আকাঙ্ক্ষার পার্থক্য জানে না
তার ক্লান্তি বা জাগরণ
আমার কবিতার কি-ই-বা এসে যায়
আমার কবিতা তো তোমার ঘুমের মধ্যেও জেগে থাকে
যখন চরাচর শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়ে আসে
যখন শরীর থেকে খুলে পড়ে কোলাহল
তখন অর্থময় হয়ে ওঠে শব্দের মানে
যদি মৃতদের জগৎ পরিভ্রমণ শেষে
কোনোদিন ফিরে আসে
সেদিনের প্রয়োজন হয়ত রয়ে যাবে শেষে
তাই তুমি ঘুমিয়ে পড়লেও আমার কবিতা
নিজেই রচিত হতে থাকে তোমার স্পর্শে।

Mozid Mahmud
the official website

বিটপীর নিচে

আবার কি আমাদের দেখা হতে পারে
আমরা কি অনেকটা দূর চলে গেছি
সায়াহ্ন কি হয়েছি পার
ফিরতে গেলে বেলাবেলি বড় কি দেরি হয়ে যাবে
বৃক্ষের নিচে কি নেমেছে ছায়া
পাতার আড়াল থেকে পারব কি চিনতে অবয়ব
আলো থেকে দূরে গেলে তুমি কি তেমনই থাক
পুনরপি ভাবতে গেলে নিশ্চিত সায়ংকাল
নদীও হয়েছে উত্তাল ভরপুর
অবিরাম ধরছে বৃষ্টির ধারা
মাঝি চলে গেছে পারে
অথৈ তটিনী আমি পাব কি সন্তরণে
এই ভর সন্ধ্যায় ফিরে গেলে তুমিও
নাকি আমারই মতো দ্বিধায়
নাকি বিপদ ঘনিয়েছে ঘনিষ্ঠতার দায়ে
এখনো প্রান্তরে বুড়ো বিটপীর নিচে
সাঁঝের অন্ধকারে খুঁজছ কোনো মুখ
প্রেতমূর্তি হয়তো একা একা কইছে কথা
এখানে এসেছে নেমে বিচ্ছেদের শূন্যতা
অন্ধকার রাতে বৃষ্টির বারতা।

Mazid Mahmud
the official website

আততায়ী

ঘুম ভেঙে যাবে সেই ভয়ে আমি ঘুমাই নি সারারাত,
স্বপ্নে তুমি দেখা দিয়ে যাবে কপালে রেখে হাত।
এতটুকু আদর একটু ছোঁয়া তৃষ্ণা কয়েক গুণ,
তোমারে বলেছি ঢের ভালো– নিজ হাতে করো খুন।
খুন তো আমি আগেই হয়েছি অদৃশ্যে ছুরির ঘাতে.
যেদিন প্রথম আততায়ী হয়ে এসেছিলে সেই রাতে।
খেলাচ্ছলে আঙুলগুচ্ছ নিয়েছিলে ওষ্ঠে তুলে,
মুখ রেখেছি খানিক শঙ্কায় তোমার কবরীমূলে।
ফল-ভারানত আম্রকুঞ্জ ক্লান্ত পথিক বসে,
বৃক্ষ কখনো দেবে না হস্তে পুষ্প নিকটে এসে।
আমি যে অধম ভীরু-শঙ্কিত আছে কারো বরাভয়,
ভাবি একদিন যার ধন সে তুলে দেবে নিশ্চয়।
আর কি কখনো পাব না দেখতে পর্বত সানুদেশ,
যে নদী হারায় গিরিখাতে গিয়ে তার কি হবে শেষ।
সমুদ্রতটে বালুকা-বেলায় পূর্ণচন্দ্রের খেলা,
এতটা কাছে পেয়েও তোমারে করেছি কি অবহেলা?
শায়িত তোমার গগনচুম্বী শিখর এসেছে নেমে
যদি কোনোদিন আসে সেই রাত ধরণী যাবে থেমে।

Mahfuj Mahmud
The official website

যুদ্ধমঙ্গল ১

মাহফুজা, আমাদের আত্মা থেমে আছে একটি যুদ্ধের ভেতর, হতে পারে দুই কুড়ি বা দুই হাজার বছরের পুরোনো সে যুদ্ধ, লোকক্ষয় ও হত্যা, কত কম লোক কত বেশি লোককে মেরেছিল– যুদ্ধ তো এসব বোকা বানাবার গল্প।

মাহফুজা, যুদ্ধ কে অস্বীকার করতে পারে বলো? আরো একটি যুদ্ধের ভেতর ঠেলে দেয়ার ভয়ে আমরা পুরোনো যুদ্ধকে মেনে নিই। তুমি জানো কিছু লোক তো এখনো যুদ্ধের ভেতর আছে। যুদ্ধ থেকে আমরা যারা পালিয়ে এসেছিলাম, বলো, আমরা কি যুদ্ধ করিনি? জীবন নিয়ে পালানো যদি যুদ্ধ না হয়–তাহলে তো যে কোনো দুষ্কৃতিকারী সহজে পেতে দেবে গিলোটিনে মাথা। বলো, আমরা তো এখনো বেঁচে আছি। যুদ্ধ ছাড়া আমাদের আর কে বাঁচিয়ে রেখেছে? আমাদের সেই সব পূর্বপুরুষ– যুদ্ধের উন্মুক্ত ময়দানে দুজনকে জবাই করে নিজেও হয়েছিল কতল– তাদের গল্প আর চাই না শুনতে মাহফুজা– যাদের বিধবারা এখন অন্য পুরুষের বাহুলগ্ন– আর আমরা তাদের পিতৃহীন সন্তান– একাই করে যাচ্ছি বাঁচার লড়াই। বলো, কোন্ সম্রাট মৃত পিতার মূল্য বুঝেছে?

যুদ্ধমঙ্গল ২

মাহফুজা, আমরা যারা যুদ্ধের ময়দানে মরি; কিংবা যুদ্ধ না করলেও আমরা যারা মরি। আমাদের মেয়েরা যুদ্ধের ময়দানে ধর্ষিতা; যুদ্ধের বাইরে রক্ষিতা, তাদের জন্য তোমার কি কিছু বলার নেই মাহফুজা? যাই বলো, যুদ্ধ তো আমরা বাধাই নি। আমরা যারা যুদ্ধের শিকার। যারা যুদ্ধজয়ী, আমাদের মেয়েরা তো তাদের ভোগ্যা। আমাদের হাতগুলো তাদের পয়ঃপরিষ্কারের জন্য। আমাদের শ্রম তাদের উদ্বৃত্ত মূল্য ও মেদের জন্য। আমাদের খেতগুলো কর্ষিত হয় তাদের সেবা দানে।

মাহফুজা, আমরা যাতে যুদ্ধ থেকে না পালাই, সেজন্য আমাদের পশ্চাতে নিয়োজিত প্রশিক্ষিত কুকুরবাহিনি। আমাদের সামনে শত্রুর তরবারি; পেছনে ততোধিক নিষ্ঠুর সম্রাটবাহিনি। মাহফুজা, কথা হলো, কে আমাকে যুদ্ধে নামিয়েছে?

Mahfuj Mahmud
the official website

যুদ্ধমঙ্গল ৩

তুমি বলতে পারো মাহফুজা, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তো ছিল একটি যুদ্ধ– আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন– বাঙালির প্রথম রাষ্ট্রপরিকল্পনা। সাতচল্লিশে কি আমাদের সে-কথাই বলা হয়নি মাহফুজা? মানুষ কে করেছিল ভাগ– হিন্দু ও মুসলিম; সেসব বিভক্তকারী মানুষ কী করে হতে পারে আমাদের নেতা। তুমি কি বলবে সেসব নেতা মূর্খ, সাম্প্রদায়িক শিশ্নোদরপরায়ণ, নিষ্ঠুর উল্লাসে মেতে ভূমি করেছে বাঁটোয়ারা– তাহলে কি তারা আরো একটি যুদ্ধের মধ্যে দেবে না ঠেলে তোমাকে? যুদ্ধ ছাড়া তোমার কল্লা হয়ে যাবে দুভাগ।

মাহফুজা, ১৮৫৭ সালের সিপাইদের অসংগঠিত আত্মদান নিয়ে তুমি কি বাহবা দাও? যাদের ঝুলিয়ে দেয়ার আগে পৈশাচিক উল্লাসে কেটে নেয়া হয়েছিল অণ্ডকোষ, গরম শিক ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল চোখের ভেতর, জিভ দিয়ে চেটে নিতে হয়েছিল সহযোদ্ধার কর্তিত খুন– সেদিন তুমি ছিলে নবাববাড়িতে। তাদের ভুল ধরিয়ে দেবার তুমি কে! তুমি তো এখনো কালো রমণী, শাদার ভান করে আমাকে রাখছ দূরে।

মাহফুজা, তুমি জানো, আরো একশ বছর আগে আরেক নবাব হারিয়েছিল রাজ্য তার ঈর্ষান্বিত স্বজনের হাতে। মাহফুজা, এসব তো নবাব বদলের কাহিনি। আমি তো বৈদ্যনাথতলায় তখনো দিচ্ছিলাম লাঙল; এখনো তার ফলায় লেগে আছে মাটি। বলো, তাহলে আমি কীভাবে স্বাধীনতা হারালাম?

যুদ্ধমঙ্গল ৪

যুদ্ধের এসব উন্মাদনা দেখে তুমি ইয়ার্কি মেরে বলো মাহফুজা, যুদ্ধ ও বুদ্ধতে কী এমন রয়েছে তফাত! আপন পিতা বিম্বিসার ৯৯ পুত্রকে যুদ্ধে সাবাড় করে অশোকস্তম্ভগুলো এখনো যুদ্ধের বাণী কি সোৎসাহে করে না প্রচার! বলো, বোধিসত্ব কি তার অহিংসার শিকলে কেড়ে নেয়নি নিরস্ত্রের অস্ত্র দুখানা! রাজা মারে–রাজার হাতে অস্ত্র। প্রজার যুদ্ধ করা না করাতে কার এসে গেল বলো? তুমি বলবে, এটা তো সত্য–অশোক যুদ্ধ থেকে নামিয়ে নিয়েছিল হাত। শান্তির বাণী দূর-দূরান্তে করেছিল প্রচার। কিন্তু যুদ্ধ ছাড়া তার নিজের রাজ্য কি ছিল নিজের কবলে! বেশ তো, যুদ্ধ ছাড়া যদি না থাকে রাষ্ট্র– তাতে ক্ষতি কী! তুমি কি বলবে, যুদ্ধ ও রাষ্ট্র তাহলে সমার্থক? তাহলে আমি বলি, দুটিরই অবসান হোক তবে।

Mozia Mahmud
the official website

যুদ্ধমঙ্গল ৫

তবু বলি মাহফুজা, যুদ্ধ ছাড়া আর আমাদের আছে কী বাকি! যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মাল সব চলে গেছে খাজাঞ্চিতে। এমন কি যেসব অস্ত্র আমরা তুলে নিয়েছিলাম কথিত শত্রুর বিরুদ্ধে– সেসব এখন অস্ত্রাগারের রক্ষীদের কবলে। যদিও সহযোদ্ধারা আক্রোশে বলে, প্রয়োজন হলে আবার অস্ত্র তুলে নেব। কিন্তু কোথায় সে অস্ত্র!

একমাত্র গ্রেনেড-বিধ্বংসী প্রাণ ছাড়া কার্যত আমাদের হাতে আর কোনো অস্ত্র নেই।

Mozid Mahmud
the official website

গেরিলা যুদ্ধ

এবার আমি সম্মুখযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করলাম মাহফুজা। এবার আমি গ্রহণ করলাম গেরিলা যুদ্ধের কৌশল। আমাদের পরস্পরকে ধরাশায়ী করা ছাড়া আর কোনো যুদ্ধ থাকবে না পৃথিবীতে। তুমি তো আমাদের দেশে চিরকাল অচেনা মাহফুজা। এসব খানাখন্দে ভরা সর্পিল নদী; বর্ণিল ঋতুপ্রবাহে ক্ষণে বদলে যায় রূপ; যে কোনো আত্মরক্ষার কৌশল তুমি সংগঠিত করার আগেই– আমি অতর্কিত চালিয়ে দেব হামলা। তোমার কর্তিত হাত ও পা, ছিটকে পড়া ঘিলু–আমি রক্তাক্ত প্রান্তর থেকে কুড়িয়ে নিয়ে পরম যত্নে– সাজিয়ে দেব বিছানায়। পাঠ করব তোমাকে জাগিয়ে তোলার অভয়মন্ত্র বেহুলার নিয়মে। তোমার মতো ঘোর শত্রু ছাড়া, তোমার মতো আগ্রাসী ভিনদেশি ছাড়া– আর কোনো যুদ্ধে আমি উদ্দীপ্ত হব না। তুমি শাদা চামড়ার চতুর ব্রিটিশ! তুমি ভয়াল পাঞ্জাবি! তোমাকে পরাস্ত করা ছাড়া আমার রক্তের উদ্দামতা থামে না। আমাদের এই শত্রুতা আজন্ম মাহফুজা। এই যুদ্ধ থেকে পাবে না রেহাই আমাদের সন্ততি। তাই আমরা জেগে উঠি প্রবল আক্রোশে বংশপরম্পরায় এই গেরিলা যুদ্ধে।

সন্ধি

অনেক হয়েছে লড়াই, এবার সন্ধির পালা
ক্লান্ত সৈনিকেরা অনন্ত ঘুমের কোলে নিয়েছে আশ্রয়
দূরাগামী অশ্বে সওয়ার হয়ে যারা এসেছিল প্রান্তরে
কিংবা অগ্রগামী পদাতিকের বেশে
তারা আজ কেউ নেই যুদ্ধের ময়দানে
তাদের কর্তিত হাত, বিখণ্ডিত দেহ
ছিন্নভিন্ন পড়ে আছে অপরাহ্নের বাতাসে

কেউ নেই পুনরায় যুদ্ধ শুরু করার আগে
করতে পারে আমাদের ঝান্ডা বহন

Masud Mahmud
the official website

তুমি একাকী দাঁড়িয়ে আছ বিধ্বস্ত সমরপ্রান্তরে
আমিও আজ হৃতসর্বস্ব ভিক্ষুকের বেশে
অথচ তুমি ছিলে মহারানি ভিক্টোরিয়া
আর আমি মহীসুরের টিপু সুলতান

তবু কেউ আজ পরাস্ত নই– সন্ধি তো যুদ্ধের নিয়ম।

মজিদ মাহমুদ সমকালীন বাংলা ভাষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কবি । 'মাহফুজামঙ্গল' 'বল-উপাখ্যান', 'আপেল কাহিনি'সহ বেশ কিছু জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা তিনি। বাংলা কবিতার ঐতিহ্য পথ অস্বীকার না করেও তার কবিতা ইতিহাস ও মিথের জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চিরন্তর সময় চেতনার অংশ হয়ে ওঠে। কবিতা-কথাসাহিত্যের পাশাপাশি তিনি গবেষণা ও মননশীল প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মুক্তবুদ্ধির চর্চা, বিষয়ের গভীরে যাওয়ার ক্ষমতা, প্রশ্ন উত্থাপন ও যুৎসই ব্যাখ্যা হাজির করার দক্ষতা তার রচনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

Majid Mahmud

তার রচনা কমনওয়েলথ ফাউন্ডেশন, ইন্ডিয়ান রিভিউ, সিঙ্গাপুর আনবাউন্ড-সহ দেশি-বিদেশি স্বনামখ্যাত জার্নাল ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। ইংরেজি ছাড়াও ফরাসি, চায়না ও হিন্দি ভাষায় তার বই অনূদিত হয়েছে। সম্প্রতি তার উপন্যাস 'মেমোরিয়াল ক্লাব' এর অনুবাদ প্রকাশের জন্য আমেরিকার অন্যতম বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা গডিবয়ের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ইতোমধ্যে তার ২৩ টি কাব্যগ্রন্থ ২২ টি প্রবন্ধ গ্রন্থসহ ৬০ টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি ১৯৮৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। তার জন্ম ১৯৬৬ সালের ১৬ এপ্রিল পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার চর গড়গড়ি গ্রামে এক মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে। পিতা কেরামত আলী বিশ্বাস, মা সানোয়ারা বেগম।